بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلّي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
1
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
22
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার 4 ঠা আগষ্ট, 2016 4 যাহুর ,1395 হিজরী শামসী ২৯ শওয়াল 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

প্রকৃত ইয়াকীন ও কামেল মারেফাত পূর্ণ ঈমান কখনই লাভ করা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না নবীগণের প্রকৃত অনুবর্তিতা ও তাদের প্রতি ভালবাসার পথ অবলম্বন করা হয়।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

পবিত্রতা অর্জনের কাজটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। আর এই আত্ম-শুদ্ধির উপরই নাজাত (মুক্তিলাভ) নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'লা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (সূরা শামস:১০) কিন্তু এটি খোদার অনুগ্রহ ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। এটি খোদা তা'লার অটল নিয়ম। لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا (আল-ফাতাহ: ২৪) এবং তাঁর নিয়ম যা ঐশী অনুগ্রহ লাভের জন্য চিরতরে নির্ধারিত রয়েছে সেটি হল রসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুবর্তিতা। কিন্তু পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ এমনও আছেন যারা বলে থাকেন যে, আমরাও 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়ি, পুণ্য কর্ম সম্পাদন করি এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকি। একথা বলার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য হল তাদের নিকট রসূলের অনুবর্তিতা আবশ্যক নয়। কিন্তু স্মরণ রেখ! এটি একটি ভয়াবহ ভুল। এরূপ ধারণা মানুষের মনে সৃষ্টি করাও শয়তানের একটি ধোকা। আল্লাহ তা'লা স্বয়ং তাঁর কালামে পবিত্রতা অর্জন এবং ঐশী ভালবাসাকে রসূলের অনুবর্তিতার সঙ্গে শর্ত যুক্ত করেছেন। তবে এমন কে আছে যে দাবি করতে পারে যে, সে স্বয়ং নিজ শক্তিবলে পবিত্রতা অর্জন করতে সক্ষম? প্রকৃত ইয়াকীন ও কামেল মারেফাত পূর্ণ ঈমান কখনই লাভ করা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না নবীগণের প্রকৃত অনুবর্তিতা ও তাদের প্রতি ভালবাসার পথ অবলম্বন করা হয়। পাপমুক্ত ঈমান এবং খোদাদর্শী ইয়াকীন নবীদের অনুবর্তিতা ও অদৃশ্যের ঘটনাবলী সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী ব্যতীত কখনোই অর্জিত হতে পারে না যা মানবীয় শক্তি ও কল্পনার উর্দ্ধে। পৃথিবী নিজের জাগতিক কাজকর্মে যে ভাবে আত্ম মগ্ন থাকে এবং জাগতিক স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে যেরূপ ভয়াবহ প্রচেষ্টা করে, যদি খোদা তা'লার দিকেও তদনরূপ প্রচেষ্টায় অগ্রসর হত, বিশেষ করে সেই সময় যখন কি না খোদা তা'লা একটি ঐশী সিলসিলাকে এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেছেন, সেই দিকে মনোযোগ দিলে আমি দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'লা অবশ্যই তাদের জন্য রহমতের নিদর্শন প্রদর্শন করবেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হল এরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন, নচেৎ ধর্মীয় কর্ম এবং বিষয়াদি কোন জটিল বিষয় নয়। নামাযে কোন জটিলতা নেই। ওযুর জন্য পানি রয়েছে আর সিজদা করার জন্য পুরো ধরাতল রয়েছে। প্রয়োজন শুধু একটি অনুগত হৃদয়ের যার মধ্যে ঐশী ভালবাসার অকৃত্রিম ব্যকুলতা থাকবে। দেখ! যদি সমস্ত নামাযকে একত্রিত করা হয় এবং তাদের সময়ের অনুমান করা হয় তবে দেখা যাবে তা হয়তো কয়েক মূহূর্তেই পূর্ণ করা সম্ভব। আমরা পায়খানার জন্যও সময় ব্যয় করি। যদি নামায সম্পর্কেও তাদের হৃদয়ে এই মূল্যবোধটুকু জাগে তবে তারা নামাযা পড়তে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ইসলাম এই সময় সঙ্কটাপন্ন, আর মুসলমানরা ঈমানের জ্যোতিঃ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। যদি কেউ কোন মারণ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে সে কতই না দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক ব্যধিকে কেউই গ্রাহ্য করছে না যার পরিণতি হল জাহান্নাম।

প্রকৃত বিষয় হল আমার নিকট উপস্থিত হওয়া খোদার দরবারে উপস্থিত হওয়ার নামান্তর এবং আমাকে সম্মান দেওয়া অর্থ হল প্রকৃত প্রস্তাবে খোদা এবং রসুলের কালামকে সম্মান প্রদান করা। ছাব্বিশ বছর যাবৎ তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন এবং পৃথিবীর সংস্কারক এবং বর্তমান যুগের যাবতীয় বিবাদের মীমাংসাকারীর রূপে প্রেরণ করেছেন। আর এটি কেবল আমার মৌখিক দাবি নয় বরং তিনি এর সঙ্গে সহস্র সহস্র নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। তিনি আমাকে নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু, মানুষ গ্রাহ্য করে নি, উপরন্ত কাফের নামে অভিহিত করেছে। সবথেকে বড় কাফের বলেছে। দাজ্জাল আখ্যা দিয়েছে। অথচ যে খোদা আমাকে প্রেরণ করেছেন তিনি আমার সত্যতার স্বপক্ষে নিদর্শনও প্রকাশ করেছেন। কেবল একটি বা দুইটি নিদর্শন নয় বরং সহস্র সহস্র নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। জগতের আদলতগুলিতে কঠোর থেকে কঠোর মোকাদ্দমার ক্ষেত্রে তিনটি সাক্ষী উপস্থাপিত হলে মৃত্যু দন্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হাজার হাজার মানুষ আমার নিদর্শনাবলীর সাক্ষী। কি প্রাচ্য আর কি পাশ্চাত্য, এহেন স্থান নেই যেখানে আমার নিদর্শনবলীর সাক্ষী বিদ্যমান নেই। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তা গ্রাহ্য করে নি।

সামান্য সরকারি বিভাগের চাপরাশি খাজনা আদায়ের জন্য উপস্থিত হলে কেউ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় না। এমনটি করলে সে বিদ্রোহী আখ্যায়িত হয়ে শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু খোদায়ী রাজত্বকে মানুষ গ্রাহ্য করে না।

এর পর বারোর পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

দোয়া গৃহিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকা, তাঁকে সকল শক্তির আধার মনে করে তাঁর কাছে যাচনা করা এবং তাঁর নির্দেশনাবলী মেনে চলা আবশ্যক।

কুরআন করীমে আল্লাহ তা'লার অগণিত আদেশাবলী রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যেগুলি করার আদেশ দিয়েছেন এবং যেগুলি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে সেগুলির বিষয়ে পর্যালোচনা করতে থাকা এবং সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে থাকা উচিত। সব থেকে মৌলিক আদেশ যা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত আর যেটি মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যও বটে সেটি হল খোদা তা'লার ইবাদত।

মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়াও আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর অন্তর্গত। সুতরাং এই রমযানে ওয়াকফে জিন্দেগী, যাদের অঙ্গীকার রয়েছে যে, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর যারা প্রাধান্য দেয় তাদের মাঝে আমরা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করে সবচেয়ে অগ্রগামী থাকার চেষ্টা করব। এছাড়া ওহদাদার বা পদাধিকারীগণ রয়েছেন তাদেরও সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত, যাদের ওপর সাধারণ মানুষের দৃষ্টি রয়েছে এবং মানুষ তাদেরকে নির্বাচনই করেছে এজন্য যে, আমাদের মধ্যে তারা সর্বোত্তম, এবং আমাদের জন্য তারা একটি আদর্শ হবে। কেবল রমযানেই খোদার বর্ণিত রীতি অনুসারে ইবাদতের ওপর জোর দিলে চলবে না আর কেবল দিন গুণলেই চলবে না যে, বারো বা তের দিন বাকি আছে, এরপর আমরা পুনরায় আমাদের পুরোনো অভ্যাসে ফিরে আসবো, বরং চেষ্টা থাকা উচিত যে, এই রমযানের প্রশিক্ষণ, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম এবং সাধনা আমাদের মাঝে ইবাদতের প্রতি যে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে সেটিকে জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করতে হবে এবং আদর্শ স্থাপন করতে হবে।

তাই সকল প্রকার অধিকার প্রদান আবশ্যক। কিন্তু সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য রয়েছে সেটি অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। আমাদের সবার কাছে এই চিন্তা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত যে, আমরা যেন জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি আর এই রমযানের পরও আমাদের মনোযোগ যেন খোদার ইবাদতের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। এর জন্য মসজিদ আবাদ করার যে নির্দেশ রয়েছে সেটিকে আমাদের দৃষ্টিপটে রাখতে হবে।

এরপর কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গিকার রক্ষা এবং অঙ্গিকার মেনে চলার শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গিকারও এর অধীনে আসে এবং বান্দার সাথে কৃত অঙ্গিকারও। তাই এই বিষয়টি বুঝতে হবে। এক জন মু'মিনের সকল চুক্তি এবং অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। যদি আমরা এ কথার গুরুত্ব এবং মাহত্ম বুঝতে সক্ষম হই এবং অনুধাবন করি তাহলে আমাদের সমাজ যাবতীয় ঝগড়া, প্রতারণা এবং দোষারোপ আর অপবাদ আরোপ করার কু-অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারে। পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদের যে চিত্র সামনে আসে তাও দেখা দেওয়ার কথা নয়। এসব ক্ষেত্রেও আসলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হচ্ছে।

মানুষ যখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তখন সে মিথ্যার আশ্রয় নেয় আর মিথ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কঠোরভাবে সতর্ক করে তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ আর মুত্তাকীদের একটি লক্ষণ যা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন তা হল, وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫) অর্থাৎ ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষকে মার্জনাকারী।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও আমাদেরকে কুধারণা, পরচর্চা-পরনিন্দা এবং অন্যের বিষয়ে অন্যায় ঔৎসুক্য এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

রমযানে যেখানে আমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে চাই, খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করতে চাই, আমরা এটি পছন্দ করি যে, আমাদের দোয়া গৃহীত হোক, তবে সেক্ষেত্রে এসব পাপ থেকে মুক্ত থাকার এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলার আমাদের সমূহ চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন তাঁর সমস্ত আদেশ নিষেধ শিরোধার্য করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারি আর রমযানের পরেও আমাদের মাঝে এই পুণ্য যেন বিরাজমান থাকে এবং আমরা যেন খোদার সত্যিকার ইবাদতকারী ও তাঁর পূর্ণ অনুগত বান্দা হতে পারি।

করাচি জেলার গুলজার হিজরীর মাননীয় চৌধুরী বশীর আহমদ সাহেবের পুত্র মাননীয় চৌধুরী খালীক আহমদ সাহেবের শাহাতদত বরণ। শহীদের সদগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, দোয়া গৃহিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকা এবং তাঁকে সকল শক্তির আধার মনে করে তাঁর কাছে যাচনা করা এবং তাঁর নির্দেশনাবলী মেনে চলা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী কি? গত খুতবায়ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কুরআনের মত মহান গ্রন্থ দান করেছেন যাতে খোদার সকল বিধি-নিষেধের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **'ফাল ইয়াসতিজিবুলি'** (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ আমার বান্দারা যেন আমার নির্দেশ শিরোধার্য করে। অর্থাৎ কুরআনে যেসব নির্দেশ রয়েছে তা তাদের শিরোধার্য করা উচিত। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা দোয়াও গ্রহণ করবেন এবং হিদায়াতও লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এর ফলাফল কি প্রকাশ পাবে? **'লায়াল্লাহুম ইয়ারশুদুন'** অর্থাৎ যেন তারা হিদায়াত পায়, সঠিক পথের দিশা পায়। আর এই হিদায়াতের কল্যাণে আমার নৈকট্যের দৃষ্টান্তও তারা দেখতে পাবে। তাদের এমন হওয়া উচিত যারা সঠিক পথে চলবে, সঠিক পথের দিশা পাবে, পুণ্যের ওপর বিচরণকারী হবে এবং পাপ বর্জনকারী হবে। এছাড়া তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যও অর্জনকারী হবে, আর উন্নত নৈতিক গুণাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবে। এখন প্রশ্ন হল, যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেইসব বিষয়ের প্রয়োজন কি শুধু রমযানেই রয়েছে? কেবল রমযানেই খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলে আমরা কি স্থায়ীভাবে হিদায়াত লাভ করতে পারব? প্রশিক্ষণ, সংগ্রাম এবং চেষ্টা প্রচেষ্টার মাসে সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা করে, পরস্পরের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে খোদার নৈকট্য লাভের যেন চেষ্টা করা হয়, এই সকল গুণাবলী অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রমযান এসেছে এবং এসে থাকে। আমাদের অনেকেই এমন আছে যারা উন্নত ইবাদতকারী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, তারা একত্রিত হয় আর এই দিনগুলোতে পরস্পরকে দেখার সুযোগ হয় এবং এর কল্যাণে নিজেদের অবস্থার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

কুরআন করীমে আল্লাহ তা'লার অগণিত আদেশাবলী রয়েছে। তিনি যে সমস্ত কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সমস্ত কর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি সম্পর্কে সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করতে থাকা উচিত। এই মুহূর্তে আমি কয়েকটি আদেশাবলী আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব।

সবচেয়ে মৌলিক নির্দেশ যা আমাদের সবসময় সামনে রাখা চাই আর যা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও বটে, তা হল, খোদা তা'লার ইবাদত করা, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর অনুবাদ এভাবে করেছেন যে, "আমি জিন্ন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৫)

এই বিষয়টি আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার বর্ণনা করেছি এবং বারবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। কিন্তু আমাদের অনেকেই কিছুদিন এটি স্মরণ রাখে আবার ভুলে যায়। এমনকি আমি জানি এবং দেখেছি যে, কতক ওয়াকফে জিন্দেগী বরং এমন মানুষ যারা ধর্মীয় জ্ঞানও অর্জন করেছে আর জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্বও অনুধাবন করতে সক্ষম তারাও এদিকে দৃষ্টি দেয় না অর্থাৎ যেভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত সেভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করে না। এছাড়া জামাতের ওহদাদার বা পদাধিকারীরাও রয়েছে যারা মিটিংয়ে নিজেদের জ্ঞানগত যোগ্যতা প্রকাশের চেষ্টা করে, কারো মামলা বা মোকদ্দমা আসলে কুরআন হাদীসের বরাতে তাকে বুঝায় কিন্তু অনেকেই এমন আছে যারা স্বয়ং এই মৌলিক নির্দেশের ওপর সেভাবে দৃষ্টি দেয় না যেভাবে দেয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"তোমরা এই কথা ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা কর যে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হল তোমরা যেন তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর হয়ে যাও। এই বস্তুজগত যেন তোমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য না হয়। আমি এই বিষয়টি বারবার এজন্য বর্ণনা করি যে, আমার মতে এই একমাত্র উদ্দেশ্যেই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, অথচ এটি থেকেই সে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৩-১৮৪)

তিনি এই বিষয়টিকে আরো খোলাসা করে বলেন, এই বস্তুজগতকে লক্ষ্য হিসেবে অবলম্বন না করার অর্থ এই নয় যে, জাগতিক কার্যকলাপ আদৌ করবে না, জাগতিক কাজ কর্ম অবশ্যই করবে কিন্তু ইবাদতের যে দায়িত্ব রয়েছে, সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটি যেন তোমাদের কাছে অগ্রাধিকার পায়।

আজকাল মোটের ওপর রমযান হওয়ার কারণে এই আদেশের উপর অনুশীলন করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে এশার নামায অনেক দেরীতে হয়। নামায শেষ করতে এগারটা সোয়া এগারটা বেজেই যায়। এরপর কেউ কেউ তারাবীও পড়ে, মসজিদে তারাবীর ব্যবস্থাও আছে, যার ফলে ঘরে গিয়ে ঘুমাতে বারোটা সাড়ে বারোটা বেজে যায়। এরপর পুনরায় দুইটা বা আড়াইটায় সেহরী খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে উঠতে হয়। কেউ কেউ তাহাজ্জুদও পড়ে আবার নামাযের জন্য মসজিদেও আসে। তো এটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি ইচ্ছা থাকে, আর জ্ঞানগত গুরুত্বের প্রতি সচেতনার পাশাপাশি কর্মের প্রতিও যদি দৃষ্টি থাকে তাহলে ইবাদতের যে শ্রেষ্ঠ দিক অর্থাৎ নামায, সে ক্ষেত্রে আলস্য দেখাবেন না, বরং মসজিদে আসার বিষয়ে সচেষ্ট হন। মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়াও আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অন্তর্গত। সুতরাং এই রমযানে ওয়াকফে জিন্দেগী, যাদের অঙ্গীকার রয়েছে যে, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর যারা প্রাধান্য দেয় তাদের মাঝে আমরা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করে সবচেয়ে অগ্রগামী থাকার চেষ্টা করব। এছাড়া ওহদাদার বা পদাধিকারীগণ রয়েছেন তাদেরও সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত, যাদের ওপর সাধারণ মানুষের দৃষ্টি রয়েছে এবং মানুষ তাদেরকে নির্বাচনই করেছে এজন্য যে, আমাদের মধ্যে তারা সর্বোত্তম, এবং আমাদের জন্য তারা একটি আদর্শ হবে। কেবল রমযানেই খোদার বর্ণিত রীতি অনুসারে ইবাদতের ওপর জোর দিলে চলবে না আর কেবল দিন গুণলেই চলবে না যে, বারো বা তের দিন বাকি আছে, এরপর আমরা পুনরায় আমাদের পুরোনো অভ্যাসে ফিরে আসবো, বরং চেষ্টা থাকা উচিত যে, এই রমযানের প্রশিক্ষণ, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম এবং সাধনা আমাদের মাঝে ইবাদতের প্রতি যে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে সেটিকে জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করতে হবে এবং আদর্শ স্থাপন করতে হবে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্বৃতি আমি উপস্থাপন করেছি যাতে তিনি গভীর বেদনার সাথে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন, তিনি বলেন, আমি বারবার মনোযোগ আকর্ষন করছি। এই প্রেক্ষাপটে আমি তাঁর আরো কিছু উদ্বৃতি উপস্থাপন করব যার ফলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"যেখানে মানব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য একমাত্র ইবাদত করা সেখানে মু'মিনের অন্য কোন কিছুকে তার একান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করা কোনভাবে শোভনীয় নয়। নিজ প্রাণের অধিকারের বিষয়টি বৈধ কিন্তু প্রবৃত্তির ভারসাম্যকে পদদলিত করা বৈধ নয়। প্রাণের অধিকারের বিষয়টিও এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে কোথাও আবার সে যেন পরিশ্রান্ত হয়ে উদ্দেশ্য অর্জন করা থেকে ব্যর্থ না হয়ে যায়। তোমরাও এ কারণেই এটিকে কাজে লাগাও যেন তা তোমাদেরকে ইবাদতের যোগ্য রাখে। কিন্তু এটি তোমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৮-২৪৯০

নিজ প্রাণের অধিকার প্রদানের কথা হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন যে, তোমাদের প্রাণেরও তোমাদের ওপর অধিকার রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, নিঃসন্দেহে এই অধিকার অবশ্যই রয়েছে কিন্তু এটি প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক, মধ্যম পন্থা অবলম্বন আবশ্যক। নফসের বৈধ অধিকার প্রদান কর। এই অধিকারের বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'লা মানব প্রকৃতির অংশ করেছেন। তাই এগুলো প্রদান করা অবশ্যই প্রয়োজন। এগুলোকে কাজে নিয়োজিত রাখ। মানব দেহের কিছু দিক এমন আছে যদি সেগুলো ব্যবহার করা না হয় তাহলে তা অকেজ হয়ে যায়। এগুলো বৃথা সৃষ্টি করা হয় নি বরং ইবাদতের পাশাপাশি এসব শক্তিবৃত্তিকে ব্যবহার করাও আবশ্যক। খোদা সৃষ্ট গুণাবলী এবং শক্তি সামর্থ্যকে কাজে লাগানো আবশ্যক। আর সেগুলোকে ব্যবহার না করা খোদার প্রতি অকৃতজ্ঞতার সামিল। একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তিনি সব সময় আলুথালু অবস্থায় থাকতেন, বেশ ভূষার প্রতি কোন দৃষ্টি ছিল না আর চিরুনীও করতেন না। তার সম্পর্কে কেউ মহানবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করে যে, সে এই ভাবে থাকে। মহানবী (সা.) তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি কার জন্য সাজ-সজ্জা করব, আমার স্বামী তো দিনেও ইবাদত করে আর রাতেও ইবাদত করে। তিনি (সা.) তার স্বামীকে ডেকে বলেন, তোমার নফসেরও তোমার ওপর কিছু অধিকার রয়েছে

আর তোমার স্ত্রীরও তোমার কাছে কিছু প্রাপ্য আছে। (মাসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩১)

তাই সকল প্রকার অধিকার প্রদান আবশ্যক। কিন্তু সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য রয়েছে সেটি অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। প্রাণের অধিকার প্রদান করা হলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আর স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সঠিকভাবে ইবাদত করা সম্ভব হবে। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

" উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার না হলে বৈধও বস্তুও অবৈধ হয়ে যায় । তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) থেকে বোঝা যায় যে, মানুষকে কেবল ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার যা কিছু প্রয়োজন এর বেশি যদি সে অর্জন করে তাহলে সে বস্তু হালাল বা বৈধ হলেও অতিরিক্ত হওয়ার কারণে তা তার জন্য হারাম বা অবৈধ হয়ে যায়। সবকিছুর বৈধ ব্যবহার যথার্থ কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে হালালও হারাম হয়ে যায়। যে ব্যক্তি দিবারাত্র বিলাসিতায় মত্ত থাকে সে কিভাবে ইবদতের দায়িত্ব পালন করতে পারে? মু'মিনের জন্য আবশ্যক হল এক তিক্ত বা কঠিন জীবন যাপন করা কিন্তু বিলাসিতায় নিমজ্জিত থাকলে সে এর দশ ভাগের এক ভাগও অর্জনে সক্ষম হবে না।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৮)

তিনি আরো বলেন,

"মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হল তার নিজের প্রভুকে চেনা, তাঁর আনুগত্য করা।যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭)। অর্থাৎ আমি জিন্ন এবং মানুষকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল এই পৃথিবীতে আগমনকারী অধিকাংশ মানুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরিবর্তে, জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিতে না রেখে আল্লাহ্ তা'লাকে ছেড়ে দিয়ে বস্তুবাদিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই পৃথিবীর ধন-সম্পদ এবং সম্মানের জন্য তারা এতটা লালায়িত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার অংশ খুব কমই থেকে যায় আর অনেকের হৃদয়ে তো খোদার কোন অংশ থাকেই না। তারা এই পৃথিবীতে ডুবে যায় । খোদা বলেও যে কেউ আছেন তা তারা জানে না। তারা কেবল তখনই উপলব্ধি করে যখন আযরাঈল এসে আত্মা হরণ করে।"

(আল-হাকাম, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪)

পৃথিবীর ব্যস্ততা এবং ঝঞ্ঝাট থেকে তারা তখন বের হয় যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে । বরং অধিকাংশ দুনিয়াদার বা বস্তুবাদীদের অবস্থা এমন যে, মৃত্যুর সময়ও বৈষয়িক ধন-সম্পদ এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েই তারা চিন্তিত থাকে। মু'মিনগণ মৃত্যুর সময় তার সম্পদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয় না। কিন্তু অনেকেই এমন আছে যারা ঈমান আনা সত্ত্বেও সুস্থ্য থাকা অবস্থায় জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি নিয়ে অধিক চিন্তিত থাকে। অতএব আমাদের সবার কাছে এই চিন্তা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত যে, আমরা যেন জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি আর এই রমযানের পরও আমাদের মনোযোগ যেন খোদার ইবাদতের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। এর জন্য মসজিদ আবাদ করার যে নির্দেশ রয়েছে সেটিকে আমাদের দৃষ্টিপটে রাখতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, মানুষের হৃদয়ে খোদার নৈকট্য লাভের জন্য এক প্রকার ব্যাকুলতা থাকা চাই যার ফলে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সে মূল্যায়নের যোগ্য হয়ে যায়। (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৯)

হৃদয়ে যদি খোদার নৈকট্য লাভের বেদনা থাকে তাহলে খোদার দৃষ্টিতে সেই মানুষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়।

সুতরাং আল্লাহ্র চোখে যে মূল্যায়নযোগ্য সে-ই প্রকৃত হিদায়াত পাওয়ার যোগ্য, প্রকৃত অর্থে সঠিক পথের দিশা পাওয়ার যোগ্য, আর খোদার স্নেহ অর্জনকারী। আল্লাহ্ তা'লা নামায এবং ইবাদতের বিষয়টি আরো বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। সূরা নূরে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَآئِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ۔

(আন্-নূর: ৩৮) এমন সুপুরুষও আছে যাদেরকে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ বা নামায কায়েম বা যাকাত প্রদানে উদাসীন করতে পারে না। তারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন হৃদয় ও দৃষ্টি প্রচন্ড রূপে বিচলিত হবে। এই আয়াতে সেই সব লোকদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যাদের কথা মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন। এমন মানুষ খোদার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন যোগ্য হয়ে উঠবে আর এই সম্মান সবচেয়ে বেশি লাভ করেছেন রসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীরা। তারা খোদার প্রিয়ভাজন হয়েছেন। আর সাহাবীদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, তারা তোমাদের পথের দিশারী, তাদের অনুসরণ কর।

(মিশকাতুল মাসাবি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪১৪, কিতাবুল মানাকিব)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাযকেরাতুল আউলিয়ায় এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যক্তি সহস্র সহস্র রুপিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। এক ওলীউল্লাহ্ তাকে দেখেন এবং দিব্য দর্শনে তার ওপর দৃষ্টি পড়ে, তিনি জানতে পারেন যে, এত ব্যাপক ব্যবসা বাণিজ্য সত্ত্বেও (টাকা আসছে, ব্যবসা করছেন, জিনিস পত্র মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছেন, বাহ্যত ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত আছেন, কিন্তু টাকা পয়সার এত লেনদেন সত্ত্বেও) এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। (ব্যবসা বাণিজ্য করছেন ঠিকই কিন্তু খোদা সম্পর্কে কখনো উদাসীন হননি।) তিনি (আ.) বলেন, এমন লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (সূরা আন্-নূর: ৩৮) অর্থাৎ কোন ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা-বাণিজ্য খোদা সম্পর্কে তাদেরকে উদাসীন করতে পারে না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এতেই নিহিত যে, সে জাগতিক কাজ কর্মেও ব্যস্ত থাকবে আবার খোদাকেও ভুলবে না। তিনি বলেন, সেই টাট্টু ঘোড়া কোন কাজের যার ওপর বোঝা চাপালে তা বসে যায় আর যখন বোঝা মুক্ত থাকে খুব দ্রুত দৌড়ায়। সে প্রশংসার যোগ্য নয়।" (টাট্টু ঘোড়ার একটি প্রজাতি যা বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে মাল বহনের জন্য ব্যবহার করা হয়।) সেই ফকীর যে সাংসারিক দায়িত্বের ভয়ে সংসার ত্যাগী হয়ে বেড়ায়, প্রকৃতপক্ষে সে এক প্রকারের দুর্বলতা প্রদর্শন করে। (এদিকটাও সামনে থাকা চাই। ইবাদত অবশ্যই জীবনের উদ্দেশ্য কিন্তু জাগতিক কাজ কর্মের পাশাপাশি তা করতে হবে। তিনি বলেন, যারা নিভৃত কোণে গিয়ে বসে যায় তারা দুর্বলতা প্রদর্শন করে।) ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই। আমরা কখনো বলি না যে, স্ত্রী বাচ্চাদের পরিত্যাগ কর, জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দাও। না, বরং চাকুরীজীবির উচিত চাকরির দায়িত্ব পালন করা। ব্যবসায়ীদের উচিত ব্যবসার দায়িত্ব পালন করা। কিন্তু শর্ত হল ধর্মকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (এর দৃষ্টান্ত ইহজগতেই রয়েছে।) এক ব্যবসায়ী এবং চাকরীজীবি চাকরী এবং ব্যবসার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার পরও তাদের স্ত্রী সন্তানদের প্রতিও কর্তব্য পালন করে।" (এক দিকে ব্যবসা রয়েছে, চাকরী রয়েছে কিন্তু ঘরের দায়িত্ব ও সন্তান সন্ততির দায়িত্ব, স্ত্রীদের অধিকারও একই সাথে তারা প্রদান করে, এই উভয় জিনিস সমান্তরালে চলে।) তিনি বলেন, অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি যাবতীয় ব্যস্ততা সত্ত্বেও আল্লাহ্র প্রতি যে দায়িত্ব আছে তা পালন করতে পারে এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়ে খুব সুন্দরভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৬-২০৭)

নামাযের হিফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ (সূরা আল্-বাকারা: ২৩৯) অর্থাৎ নিজেদের নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী বা কেন্দ্রীয় নামাযের, আর খোদা তা'লার দরবারে আনুগত্যের সাথে দন্ডায়মান হও। এই আয়াতে বিশেষ করে নামাযের প্রতি সেই সব লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যাদের জন্য যেকোন নামায কোন অর্থে যদি বোঝা মনে হয়ে থাকে, যদি বেশি রাত জাগার কারণে বা আলস্যের কারণে ফজরের নামাযে অংশ গ্রহণ কঠিন হয় বা সময়মত পড়া কঠিন হয়ে থাকে তাহলে ফজরের নামায তার জন্য সালাতে উসতা বা কেন্দ্রীয় নামায। ব্যবসায়ীর জন্য যোহর/আসরের নামায পড়া যদি কঠিন হয় তাহলে এই নামায তার জন্য সালাতে উসতা। 'হাফিযু' শব্দের অর্থ হল এমনভাবে হিফাযত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যা কোন জিনিসকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। এক মু'মিন তখনই অনুগত বলে গণ্য হতে পারে যদি সে এইসব নামায যথা সময়ে পড়ে এবং যথাযথভাবে পড়ে। এমন নয় যে, তাড়াহুড়া করে এসে সিজদা করে চলে যাবে।

এরপর কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গিকার রক্ষা এবং অঙ্গিকার মেনে চলার শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গিকারও এর অধীনে আসে এবং বান্দার সাথে কৃত অঙ্গিকারও। খোদার সাথে কৃত

অঙ্গিকার হল আল্লাহ্‌র ধর্ম সংক্রান্ত। মুসলমান হওয়ার কারণে আর বিশেষ করে আমরা আহমদীরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের অঙ্গীকার করেছি, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গীকার করেছি, ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি এই সমস্ত কথা এর অধীনে চলে আসে যা খোদার অধিকার প্রদানের প্রতি আমাদেরকে মনোযোগী করে। এই সমস্ত বিষয়গুলো বয়আতের শর্তাবলীর অন্তর্গত আর বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষনণ করে। আমাদের এসব দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۔ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۔

(সূরা আন্-নাহল: ৯২) অর্থাৎ আর তোমরা যখন (আল্লাহ্‌র সাথে) অঙ্গীকার কর (তখন) তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে জামিনরূপে গ্রহণ করে শপথ পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ (তা) ভাল করেই জানেন।

এখানে খুবই স্পষ্ট শিক্ষা রয়েছে, তোমাদের দু'টো চুক্তি বা অঙ্গীকার রয়েছে। একটি খোদার সাথে কৃত অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার অঙ্গীকার আর বয়আতের অঙ্গীকার। আমরা এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমি ইসলাম ভুক্ত হয়ে, মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে, খোদার সকল নির্দেশ মেনে চলব। আর দ্বিতীয় কথা যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হল, তোমরা পারস্পরিক যে চুক্তি এবং অঙ্গীকার করে থাক তাও রক্ষা কর । তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে নিজেদের জামিন বানিয়ে যে অঙ্গীকার করেছ তা রক্ষা করা তোমাদের জন্য আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশের অর্থ আদৌ এটি নয় যে, যেখানে স্পষ্টভাবে খোদার নাম নিয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে জামিন করা হয় না সেখানে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে কিছু যায় আসে না বা চুক্তির শর্ত মেনে না চললে কিছু যায় আসে না। এমন নয় বরং প্রতিটি চুক্তি, প্রতিটি অঙ্গীকার যাতে তোমরা আবদ্ধ হও তাতে প্রথম কথা হল এসব কিছুর ভিত্তি হওয়া উচিত সত্য এবং ন্যায় পরায়ণতার উপর। যদি সত্য এবং ন্যায় পরায়ণতার ভিত্তিতে করে থাক তাহলে খোদার নির্দেশ হল ইনসাফ এবং সত্যের ওপরই এর ভিত্তি হওয়া উচিত। মু'মিনের ইনসাফ এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অন্যভাবে বলা যায় যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বা তাঁকে জামিন বানিয়ে কোন অঙ্গীকার বা চুক্তি করি বা না করি, যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা রয়েছে যে, তোমরা ইনসাফ এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও, তাই যে অঙ্গীকার বা চুক্তি ইনসাফ এবং সত্যের ভিত্তিতে হবে তা খোদার জামানতের অধীনেই আসবে। তাই এই বিষয়টি বুঝতে হবে। এক জন মু'মিনের সকল চুক্তি এবং অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। যদি আমরা এ কথার গুরুত্ব এবং মাহত্ম বুঝতে সক্ষম হই এবং অনুধাবন করি তাহলে আমাদের সমাজ যাবতীয় ঝগড়া, প্রতারণা এবং দোষারোপ আর অপবাদ আরোপ করার কু-অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারে। পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদের যে চিত্র সামনে আসে তাও দেখা দেওয়ার কথা নয়। এসব ক্ষেত্রেও আসলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হচ্ছে। আজকাল আমরা দেখছি যে, জাগতিক লোভ লিপ্সার বশবর্তী হয়ে আমাদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, প্রতারণা করা, মৌখিক অঙ্গীকার রক্ষা না করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কেবল জামাতেরই দুর্নাম হয় না বরং অনেক সময় এমন মানুষের ঈমানও নষ্ট হয়ে যায়।

মানুষ যখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তখন সে মিথ্যার আশ্রয় নেয় আর মিথ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কঠোরভাবে সতর্ক করে তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ (সূরা আল্-হাজ্জ: ৩১) অর্থাৎ অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলা পরিহার কর। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"এখন আমার এই উপদেশ দান করার কোন প্রয়োজন নেই যে, তোমরা হত্যা করো না (কাউকে হত্যা কোর না , কারোর রক্ত ঝরাবে না) কেননা চরম দুষ্কৃতকারী ছাড়া আর কে অন্যায় হত্যা করতে চাইবে? কিন্তু আমি বলব, অন্যায় হঠধর্মীতা প্রদর্শন করে সত্যকে পদদলিত করো না। একটি শিশুর পক্ষ থেকে হলেও সত্যকে গ্রহণ কর। (কোন শিশু যদি সত্য কথা বলে তা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার কর) বিরোধীর কাছেও যদি সত্য পাও তাৎক্ষণিকভাবে নিজের শুষ্ক যুক্তি পরিহার কর। (বিরোধী যদি সত্য বলে, ঝগড়া-বিবাদ চলাকালে প্রতিপক্ষের কাছে সত্য থাকে তাহলে বিতর্কের প্রয়োজন নেই, সেখানে যুক্তি প্রদর্শনের আর প্রয়োজন নেই, সত্য মেনে নাও।) সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও, সত্য স্বাক্ষ্য দাও, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ (সূরা আল্-হজ্জ: ৩১) অর্থাৎ প্রতিমার নোংরামী এড়িয়ে চল এবং মিথ্যারও, কেননা তা প্রতিমা পূজার চেয়ে কোন অর্থে কম নয়। যা সত্যের কিবলা থেকে তোমাকে বিচ্যুত করে তা তোমার পথে প্রতিমা (যা সত্য গ্রহণ করা থেকে তোমাকে বিরত রাখে তা প্রতিমা।) তোমাদের পিতা বা ভাই বা বন্ধুদের বিরুদ্ধেও যদি দিতে হয় তবুও সত্য স্বাক্ষ্য দাও। কোন শত্রুতা যেন তোমাকে ইনসাফ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫০)

আমরা অ-আহমদীদের বলি আর কুরআনী শিক্ষা তাদেরকে দেখাই যে, এই হল ন্যায় পরায়ণতার শিক্ষা, কিন্তু আমাদের অনেকে এমন আছে যারা স্বার্থের জন্য এই শিক্ষাকে ভুলে যায়। আরেক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"এই মিথ্যাকে প্রতিমা পূজার সাথে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বোধ যেভাবে খোদাকে ছেড়ে দিয়ে প্রতিমার সামনে সিজদাবনত হয় একইভাবে মিথ্যাবাদী সত্য এবং সততাকে পরিহার করে স্বার্থের জন্য মিথ্যাকে প্রতিমা হিসেবে অবলম্বন করে আর এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা একে প্রতিমা পূজার সাথে রেখেছেন আর এর সাথে তুলনা করেছেন। যেভাবে প্রতিমা পূজারী প্রতিমার কাছে পরিত্রাণ চায়।" (অর্থাৎ তার মূর্তি তৈরী করে তার ইবাদতের জন্য যায় এবং মনে করে যে তার কাছে পাপের ক্ষমা চাইলে পরিত্রাণ লাভ হবে এবং উদ্দেশ্য অর্জন হবে) অনুরূপভাবে মিথ্যাবাদীও নিজের পক্ষ থেকে একটি প্রতিমা বানিয়ে থাকে আর মনে করে যে, সেই প্রতিমার মাধ্যমে তার মুক্তি আসবে।" (মিথ্যা বললে, আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, স্বার্থ সিদ্ধি হবে) তিনি বলেন " কত বড় নির্বুদ্ধিতা এটি! যদি বলা হয় যে, মিথ্যা বা প্রতিমা পূজা কেন করছ, এই নোংরামী পরিহার কর, তারা বলে যে, এটি কিভাবে পরিহার করা যেতে পারে, এ ছাড়া যে কাজ চলে না। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হবে যে, তারা মিথ্যাকে নিজেদের যাবতীয় সাফল্যের ভিত্তি মনে করে। কিন্তু আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, অবশেষে সত্যই সফল হয়। মঙ্গল এবং কল্যাণ ও বিজয় তারই অদৃষ্ট। স্মরণ রেখ! মিথ্যার মত অলক্ষণে বস্তু আর কিছু নেই। সচরাচর দুনিয়াদার বা বস্তুবাদীরা বলে যে, সত্যবাদীরা সমস্যায় জর্জরিত হয় কিন্তু আমি এ কথা কিভাবে মানতে পারি, আমার বিরুদ্ধে ৭টি মামলা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কোন একটি মামলায়ও একটি শব্দ পর্যন্ত মিথ্যা বলার প্রয়োজন হয় নি। কেউ আমাকে বলুক কোন একটিতেও কি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পরাজিত করেছেন? আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সত্যের সমর্থক এবং সাহায্যকারী । এটি কি হতে পারে যে, তিনি একজন সততার পূজারীকে শাস্তি দিবেন, এটি কিভাবে সম্ভব? যদি এমন হয় তাহলে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি সত্য বলার সাহস দেখাবে না।" (যদি সত্যবাদীদের শাস্তি পাওয়া আরম্ভ হয় তাহলে পৃথিবীতে কেউ সত্য বলবেই না।) তিনি বলেন, খোদার ওপর বিশ্বাসই উঠে যাবে এবং সত্যের পূজারীরা জীবিতই মারা যাবে। আসল কথা হল সত্য বলার ফলে যারা শাস্তি পায় (যারা সত্য বলা সত্বেও শাস্তি পায়) এমন মানুষের সেই শাস্তি সত্য বলার কারণে নয় বরং তাদের অন্য কোন প্রচ্ছন্ন এবং গুপ্ত পাপাচারিতার কারণেই হয়ে থাকে বা অন্য কোন মিথ্যার শাস্তি হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাদের পাপ এবং অপকর্মের একটি তালিকা রয়েছে, তাদের অনেক ভুল-ভ্রান্তি থেকে থাকে, সেগুলোর কোন না কোনটির কারণে তারা শাস্তি পায়।"

(আহমদী অউর গায়ের আহমদী মেঁ ফর্‌ক, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭৮-৪৮০)

খোদা তা'লার কাছে সব সময় বিনয়ের সাথে সিজদাবনত হয়ে পাপের ক্ষমা যাচনা করা উচিত যে, কোথাও আমাদের প্রচ্ছন্ন পাপের কারণে আমরা খোদার শাস্তির শিকার না হয়ে যাই। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ আর মুত্তাকীদের একটি লক্ষণ যা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন তা হল- وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫) অর্থাৎ ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষকে মার্জনাকারী। 'আফু' শব্দের অর্থ হল কারো বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করা। এটিকে বলা হয় 'আফু' । সুতরাং মুত্তাকী কেবল নিজের রাগই সংবরণ করে না বরং ক্ষমা করে। আর এভাবে ক্ষমা করে যে, যে-ই তার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করুক সে যেন তা ভুলে যায়।

ক্রোধ সংবরণের কী কী উপকারিতা রয়েছে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"স্মরণ রেখ! বিবেক-বুদ্ধি এবং উত্তেজনার মধ্যে ভয়াবহ শত্রুতা রয়েছে। ক্রোধ বা উত্তেজনা এলে বিবেক-বুদ্ধি কাজ করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করে তাকে এক প্রকারের জ্যোতিঃ দেওয়া হয়, যার ফলে তার বিবেক, বুদ্ধি এবং চিন্তা শক্তিতে আলোর সঞ্চার হয়। অতঃপর আলো থেকে আলোর জন্ম হয়। আর ক্রোধ ও উত্তেজনার অবস্থায় অন্তরাত্মা যেহেতু তমশাচ্ছন্ন থাকে তাই এই তমশা বা অন্ধকার থেকে অন্ধকারেরই জন্ম হয়।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮০)

অপর এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন-

" স্মরণ রেখ, যে ব্যক্তি কঠোর আচরণ করে আর ক্ষিপ্ত হয়ে যায় তার মুখ থেকে প্রজ্ঞা এবং তত্ত্ব সমৃদ্ধ কথা কক্ষনও নিঃসৃত হতে পারে না। সেই হৃদয়কে প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয় যে নিজের প্রতিদ্বন্দীর সামনে খুব শীঘ্র রেগে গিয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দুর্মুখ এবং লাগামহীন হওয়ার ফলে সেই ব্যক্তিকে সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রস্রবণ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়।" (যার মুখ থেকে নোংরা কথা বের হয়, গালী বের হয় এমন ব্যক্তির বা এমন মুখের আর কোন বাছবিচার থাকে না। ভালো কথা এবং খোদার পছন্দনীয় কথা এবং পুণ্যের কথা থেকে এমন মুখ বা এমন ব্যক্তি বঞ্চিত হয়ে যায়, এমন মানুষ সব সময় নোংরা কথাই বলে।) তিনি বলেন, " ক্রোধ এবং প্রজ্ঞা সহাবস্থান করতে পারে না। যে ক্রোধের কাছে পরাস্ত ব্যক্তি স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং তার বোধ-বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে থাকে।" (রেগে গেলে মানুষের বুদ্ধি স্থূল হয়ে যায় এবং বোধশক্তি লোপ পায়) "এমন ব্যক্তিকে কোন ময়দানে বিজয় এবং সাহায্য প্রদান করা হয় না। ক্রোধ অর্ধ-উন্মাদনার সমান। আর এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পূর্ণ উন্মাদনায় পর্যবসিত হয়।" (আল-হাকাম, ১০ই মার্চ, ১৯০৩)

অতঃপর অপর এক স্থানে তিনি বলেন-

" পুরুষের উচিত নিজের শক্তিবৃত্তিকে যথাযথ এবং বৈধ স্থানে ব্যবহার করা। যেমন ক্রোধ শক্তি যখন ভারসাম্য হারিয়ে বসে তখন তা উন্মাদনার পূর্ব লক্ষণ হয়ে থাকে। উন্মাদনা এবং ক্রোধের মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্যই। যে ব্যক্তি খুবই রাগী হয়ে থাকে তার কাছ থেকে প্রজ্ঞার প্রস্রবণ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং বিরোধীর সাথেও রাগের বশবর্তী হয়ে কথা বলা উচিত নয়।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৮)

যদি কেউ তোমার ঘোর বিরোধী হয়ে থাকে তবুও তার সাথে রেগে গিয়ে কথা বলা উচিত নয় বরং তখনও প্রজ্ঞাসহকারে কথা বলা উচিত। সুতরাং খোদার বিধি-নিষেধ যেখানে আমাদের চরিত্রকে উন্নত করে খোদার নৈকট্য দিয়ে থাকে, সেখানে তা আমাদের বিবেক বুদ্ধিকেও আলোকিত করে আর এর মাধ্যমে অনেক শত্রুতা এবং ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে মানুষ রক্ষা পায়। অধিকাংশ ক্ষিপ্ত প্রকৃতির এবং ঝগড়া-বিবাদকারী মানুষদের আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতেই দেখেছি, কখনও লাভবান হতে দেখি নি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন-

"দু'টো শক্তি মানুষকে উন্মাদ বানিয়ে দেয়। (সেই দু'টো শক্তি কি?) একটি হল কুধারণা পোষণ করা আর অন্যটি হল ক্রোধ যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়। (এইগুলো যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মানুষকে তা উন্মাদ বানিয়ে দেয়।) সুতরাং মানুষের কুধারণা এবং রাগকে পরিহার করা আবশ্যক। "

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৪)

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও আমাদেরকে কুধারণা, পরচর্চা-পরনিন্দা এবং অন্যের বিষয়ে অন্যায় ঔৎসুক্য এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,?(সূরা আল্-হুজুরাত: ১৩) অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা কুধারণা এড়িয়ে চলার বিষয়ে অনেক বেশি সচেষ্ট থাক, কেননা কিছু কিছু সন্দেহ অবশ্যই গুনাহ্ বা পাপ হয়ে থাকে। আর (কারো ওপর) গয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের গীবত বা কুৎসা করো না, তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটিকে চরমভাবে ঘৃণা করে থাক আর আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃপাকারী।

এই আয়াতে প্রথম বিষয় যা পরিহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হল কুধারণা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কুধারণা এমন একটি ব্যাধি এবং এমন একটি ভয়াবহ পাপ যা মানুষকে অন্ধ করে অতল অন্ধকারময় ধ্বংসের কূপে নিক্ষেপ করে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০০)

অতঃপর বলেন,

"স্মরণ রেখ, কুধারণা হল যাবতীয় পাপ এবং মন্দকর্মের উৎপত্তি স্থল। তাই আল্লাহ্ তা'লা এটি থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, মানুষকে কুধারণা এড়িয়ে চলার জন্য সকল চেষ্টা করা উচিত। কারো সম্পর্কে হৃদয়ে কোন মন্দ ধারণার উদ্রেক হলে অজস্র ধারায় ইস্তেগফার করা উচিত। (হৃদয়ে কুধারণার উদয় হলে তাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে বা কারোর ক্ষতির ষড়যন্ত্র আটার পরিবর্তে এই কুধারণা তৈরী হওয়ার কারণে অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত) তিনি বলেন, অধিকহারে ইসতেগফার করা উচিত এবং আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার দোয়া করা উচিত যেন সেই পাপ এবং এর অশুভ পরিণতি থেকে সে রক্ষা পেতে পারে যা এই কুধারণার ঠিক পরেই উপস্থিত হবে। এটিকে সামান্য বিষয় মনে করা উচিত নয়, এটি একটি ভয়াবহ ব্যাধি।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭১-৩৭২)

এরপর এই আয়াতে দ্বিতীয় কথা যা থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নিষেধ করেছেন তা হল ছিদ্রান্বেষণ বা গয়েন্দাগিরি করা। অর্থাৎ জোর করে কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা। কেউ যদি কোন কিছু সম্পর্কে বলতে না চায় সেই সম্পর্কে একটা ঔৎসুক্য নিয়ে তা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা। এটি অন্যায় এবং অনুচিত কাজ। এটি থেকেও পাপের জন্ম হয়।আর তৃতীয় নির্দেশ হল তোমরা পরচর্চা করবে না। পরচর্চা-পরনিন্দা করা
নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা এটিকে চরমভাবে ঘৃণা করবে। মহানবী (সা.)-কে পরচর্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, পরচর্চা হল কারো সম্পর্কে এমন কোন সত্য কথা যা তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে বর্ণনা করা যা সে উপস্থিত থাকলে অপছন্দ করবে, এটিই গীবত। তার অনুপস্থিতিতে যদি এমন কথা বল তাহলে এটি গীবত বা পরচর্চা। আর যে কথা বলা হচ্ছে সেই দোষ যদি তার মাঝে না-ই থাকে তাহলে এটিকে বলা হয় অপবাদ।

(মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, হাদিস নম্বর-৬৫৯৩)

সুতরাং মুত্তাকীর এমন কথা বলা সাজে না যা বললে কলহ সৃষ্টি হতে পারে, সমাজে ফাসাদ মাথাচাড়া দিতে পারে। অতএব পরচর্চাও করবে না আর অপবাদও আরোপ করবে না। সুতরাং রমযানে যেখানে আমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে চাই, খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করতে চাই, আমরা এটি পছন্দ করি যে, আমাদের দোয়া গৃহীত হোক, তবে সেক্ষেত্রে এসব পাপ থেকে মুক্ত থাকার এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলার আমাদের সমূহ চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন তাঁর সমস্ত আদেশ নিষেধ শিরোধার্য করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারি আর রমযানের পরেও আমাদের মাঝে এই পুণ্য যেন বিরাজমান থাকে এবং আমরা যেন খোদার সত্যিকার ইবাদতকারী ও তাঁর পূর্ণ অনুগত বান্দা হতে পারি।

নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি একজন শহীদের জানাযা। জনাব চৌধুরী খালিক আহমদ সাহেব, পিতার নাম চৌধুরী বশীর আহমদ সাহেব। করাচির গুলজার হিজরীর অধিবাসী। ২০১৬ সনের ৩০শে জুন ৪৯ বছর বয়সে জামাতের বিরোধীরা রাতের প্রায় ৯.৩০ মিনিটে তাঁর ক্লিনিকে ঢুকে গুলি করে তাঁকে শহীদ করে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। সংবাদ অনুসারে চৌধুরী খালিক আহমদ সাহেব মেডিকেল ডিপ্লোমা করেছেন আর নিজের ঘরের পাশেই এ্যালোপেথিক আর হোমিওপেথিক ক্লিনিক খুলে রেখেছিলেন। ঘটনার দিন প্রত্যহের ন্যায় রোযা খোলার পর তিনি গুলজার হিজরীতে অবস্থিত ক্লিনিকে আসেন এবং রোগী দেখছিলেন। রাত প্রায় সাড়ে নয়টার দিকে হ্যালমেট পরিহিত দুই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ক্লিনিকে এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দু'টি বুলেট তার মাথায় লাগে আর দু'টো বুকে লাগে। ক্লিনিকের পাশে অবস্থিত মেডিকেল স্টোরের মালিক তাৎক্ষণিকভাবে মোটর সাইকেলে করে তাঁর ঘরে গিয়ে সংবাদ দেয়। তার ছেলে গাড়ী নিয়ে আসে, গাড়ীতে করে তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না

এর পর বারোর পাতায়.....

জুমআর খুতবা

রমযান মাসের শেষ জুমআ সম্পর্কে অ-আহমদীদের মধ্যে প্রচলিত কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা ও বিদাত-এর উল্লেখ ও সেগুলির অপনোদন।

আমাদের ওপর খোদা তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে,তিনি এই যুগে খোদার প্রেরীত এবং তাঁর রসূল মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার তৌফিক আমাদের দিয়েছেন যিনি আমাদেরকে এসব ভ্রান্ত ধারণা এবং চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করে সত্যিকার পথ দেখিয়েছেন আর ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং খোদার নৈকট্য লাভের পথ দেখিয়েছেন।

একজন সত্যিকার আহমদীর ধারণা জুমুআতুল বিদার এটি হওয়া উচিত আর তাহলো আমরা বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই জুমুআকে বিদায় দিচ্ছি আর এই চিন্তা এবং এই দোয়ার সাথে বিদায় দিচ্ছি যে, সত্যিকার অর্থে জুমুআকে নয় বরং এই মাসকে আর এই বরকতময় দিনগুলোকে বিদায় দিচ্ছি। জুমুআ যেহেতু আমাদের বড় সংখ্যায় একত্রিত হওয়ার মাধ্যম হয়েছে আর এটি রমযানে শেষ জুমুআ তাই আমরা সবাই সমবেত হয়ে খোদা তা'লার সন্নিধানে এই দোয়া করি যে, আল্লাহ্! আমাদের তৌফিক দাও আবার অর্থাৎ যে দিন এবং যে জুমুআ আমরা রমযানে অতিবাহিত করেছি আর যে কল্যাণরাজি আমরা রমযানে অর্জন করেছি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়ে আগামী রমযানকে যেন আমরা স্বাগত জানাই।

আমরা যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর মান্যকারী আমাদের জন্য জুমা আদায় করা কেবল রমযান মাস বা জুমাতুল বিদা পর্যন্ত সীমিত রাখা কোনওক্রমেই শোভনীয় হবে না।

কুরআন ও হাদীসের বরাতে জুমাতুল মুবারকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং এর কল্যাণরাজির উল্লেখ। সরাসরি খুতবা শোনার এবং তা থেকে লাভবান হওয়ার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ।

জুমআর দিনে সরকারি ছুটি অর্জনের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর প্রচেষ্টার উল্লেখ।

সুতরাং আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার দাবি করি আমাদের প্রতিটি কথা এবং কর্মে ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠা উচিত। আমাদের অঙ্গিকার করা উচিত যে, এই রমযান যে সব বরকতরাজি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং যে কল্যাণরাজী রেখে যাচ্ছে সেটিকে আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে এবং অঙ্গে পরিণত করতে হবে, ইনশাআল্লাহ। শুধু একমাসের জন্য ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক চিত্র হলে আমাদের চলবে না বরং যুগ ইমামের সাথে কৃত অঙ্গিকারকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করে যেতে হবে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ১ লা জুলাই, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (১ ওফা,১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا نِ انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ۔ (الجمعة:10_12)

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'লা রমযানের রোযার আবশ্যকতার কথা যেখানে বলেছেন সেখানে একই সাথে এই কথাও বলেছেন যে, **'আইয়ামাম মা'দুদা'** (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৫) অর্থাৎ সীমিত কয়েকটি দিন। রমযানের সূচনাতে আমাদের অনেকেই হয়তো ভেবে থাকবে যে, এখন গ্রীষ্মকালীন দীর্ঘ দিন আর এই গরমে ত্রিশটি রোযা কিভাবে অতিবাহিত হবে, অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন যে, হাতে গোনা কয়েকটি দিন, তাই এই দিনগুলোও কেটে গেছে। আজকে ২৫তম রোযা। অনেকেই আমাকে লিখে যে, এই দিনগুলো কেটে গেল, জানতেও পারলাম না। এটি সত্য কথা যে, যখন রমযান আরম্ভ হয়, প্রথম দিকে মনে হয় দিন অনেক দীর্ঘ, কিন্তু দিনগুলো যখন অতিবাহিত হওয়া আরম্ভ হয় তখন মানুষ বুঝতেই পারে না। আজকে রমযানের শেষ জুমুআ। মাত্র পাঁচটি রোযা বাকি আছে বা কোন কোন স্থানে চারটি। এই চার পাঁচ দিনেও আমাদের সবার চেষ্টা করা উচিত, রমযান থেকে লাভবান হওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন ঘাটতি থেকে যায় তাহলে এই দিনগুলোতে তা পূর্ণ করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কাছে সবার দোয়া করা উচিত, খোদা তা'লা যেন আমাদের সবার দুর্বলতা ঢেকে রাখেন, আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হন এবং আমাদেরকে যেন রমযানের কল্যাণরাজি থেকে বঞ্চিত না রাখেন।

আমি যেভাবে বলেছি, আজকে রমযানের শেষ জুমুআ। সাধারণ পরিভাষায় একে 'জুমুআতুল বিদা' বলা হয়। সাধারণ মুসলমারা এই জুমুআকে রমযানের শেষ জুমুআ মনে করে আর এই ধারণা করে যে, এই জুমুআয় সব দোয়া গৃহিত হয় আর এই জুমুআ পড়ার ফলে যেন সারা বছরের জন্য অব্যহতি লাভ হয়ে যায়। এই জুমুআয় শামিল হলে নামায, জুমুআ এবং সকল প্রকার ইবাদতের দায়িত্ব পালিত হয়ে যায়। কিন্তু একজন

প্রকৃত মু'মিনের দৃষ্টিভঙ্গী এমন নয়। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। একজন আহমদী বরং সত্যিকার মু'মিনের দৃষ্টিতে এমন কথা বার্তা বা এমন ধ্যান-ধারণা ধর্মের সাথে হাসি ঠাট্টার নামান্তর।

আমাদের ওপর খোদা তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে,তিনি এই যুগে খোদার প্রেরীত এবং তাঁর রসূল মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার তৌফিক আমাদের দিয়েছেন যিনি আমাদেরকে এসব ভ্রান্ত ধারণা এবং চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করে সত্যিকার পথ দেখিয়েছেন আর ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং খোদার নৈকট্য লাভের পথ দেখিয়েছেন।

একবার এক বৈঠকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে প্রশ্ন রাখা হয় যে, মুসলমানদের মাঝে প্রচলন হল, জুমুআতুল বিদার দিন মানুষ চার রাকাত নামায পড়ে আর এর নাম রাখে 'কাযায়ে উমরী'। আর এই নামাযের পেছনে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অতীতে যেসব নামায মানুষ পড়ে নি তা যেন পূরণ হয়, এর কোন প্রমাণ আছে কি না বা এটি বৈধ কি না? এই নামাযের আসল বাস্তবতা কি?

একথা শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এটি একটি অনর্থক বিষয়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে সারা বছর এই মানসে নামায ছেড়ে দেয় যে, কাযায়ে উমরীর দিন সেই নামায পড়ে নেব এমন ব্যক্তি পাপাচারী, কিন্তু যে ব্যক্তি অনুশোচনার সাথে তওবা করে আর এই মানসে পড়ে যে, ভবিষ্যতে নামায ছাড়ব না, সেই ব্যক্তি পড়লে কোন অসুবিধা নেই। তিনি বলেন, এই বিষয়ে আমরা হযরত আলী (রা.)-এর উত্তরই প্রদান করে থাকি। হযরত আলী (রা.)-এর উত্তর সংক্রান্ত ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে বর্ণনা করেন যে, একবার এক ব্যক্তি অসময়ে নামায পড়ছিল, তখন নামাযের সময় ছিল না। কেউ হযরত আলী (রা.)-কে বলে যে, আপনি খলীফায়ে ওয়াক্ত, একে বারণ করেন না কেন, এ তো অসময়ে নামায পড়ছে। তিনি বলেন, আমার আশঙ্কা হয় পাছে আমি اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى (সূরা আল্-আলাক: ১০-১১) অর্থাৎ তুমি কি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করেছ যে, এক বান্দাকে নামায নামায পড়তে বাধা দেয়" -আয়াত অনুসারে দোষী না সাব্যস্ত হই। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, যদি অনুশোচনা স্বরূপ, হারানো জিনিস কুড়ানোর চেষ্টায় রত হয় তাহলে পড়তে দাও, কেন বারণ কর। সে তো দোয়াই করছে অর্থাৎ এই চার রাকাত পড়ে আসলে তো দোয়াই করে। তবে হ্যাঁ এটি অবশ্যই হীন বলের পরিচায়ক। এতে নিয়্যতের চিত্র আল্লাহ্ তা'লা ভাল করেই জানেন। যে কারণে হযরত আলী (রা.) সাবধানতা অবলম্বন করেছেন আর কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى (সূরা আল্-আলাক: ১০-১১) এই আয়াতদ্বয়কে সামনে রেখে তাকে বাধা দেন নি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও একই বিষয়কে সামনে রেখে এই ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু একই সাথে তিনি এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, এটি অবশ্যই হীন বলের পরিচায়ক। যদি কাযায়ে উমরী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আর সংশোধন যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে তা সঠিক নয়। কিন্তু যদি কেউ এই উদ্দেশ্যে পড়ে যে, আজকে চার রাকাত পড়ছি এরপর রীতিমত নামায পড়ব, আমি তওবা করছি, তাহলে ঠিক আছে। যদি উদ্দেশ্য সংশোধন না হয় তাহলে এমন ব্যক্তি পাপিষ্ঠ। মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৬)

সুতরাং জামাতে আহমদীয়ায় কাযায়ে উমরীর কোন ধারণাই নেই। আমরা যুগ ইমামকে মেনেছি আর এই শর্তে মেনেছি যে, বিদাত বর্জন করব, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব। আর ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার এই যে অঙ্গীকার যেখানে করেছি আমরা সেখানে নামায কিভাবে ছাড়া যেতে পারে। আর জুমুআ কিভাবে পরিত্যাগ করা যেতে পারে। যদি কোন জুমুআতুল বিদার ধারণা থেকে থাকে আমাদের জন্য তাহলে সেই ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। একজন সত্যিকার আহমদীর ধারণা জুমুআতুল বিদার এটি হওয়া উচিত আর তাহলো আমরা বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই জুমুআকে বিদায় দিচ্ছি আর এই চিন্তা এবং এই দোয়ার সাথে বিদায় দিচ্ছি যে, সত্যিকার অর্থে জুমুআকে নয় বরং এই মাসকে আর এই বরকতময় দিনগুলোকে বিদায় দিচ্ছি। জুমুআ যেহেতু আমাদের বড় সংখ্যায় একত্রিত হওয়ার মাধ্যম হয়েছে আর এটি রমযানে শেষ জুমুআ তাই আমরা সবাই সমবেত হয়ে খোদা তা'লার সন্নিধানে এই দোয়া করি যে, আল্লাহ্! আমাদের তৌফিক দাও আবার অর্থাৎ যে দিন এবং যে জুমুআ আমরা রমযানে অতিবাহিত করেছি আর যে কল্যাণরাজি আমরা রমযানে অর্জন করেছি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়ে আগামী রমযানকে যেন আমরা স্বাগত জানাই। এটি আমাদের চিন্তাধারা হওয়া উচিত।

কোন প্রিয়জনকে বিদায় এইজন্য দেওয়া হয় না যে, যাও এখন তুমি বিদায় নিচ্ছ তাই এখন তোমাকে আমরা ভুলতে যাচ্ছি। এখন তোমাকে স্মরণ করা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। নিজের প্রিয়জন যে স্থায়ীভাবে ছেড়ে যায় মানুষ তাদের স্মরণ থেকেও বিরত থাকতে পারে না, তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তাদের নেক কর্মকে ধরে রাখে বা তাদের নামে বিভিন্ন পুণ্য কর্মের সূচনা করে। মু'মিন যদি হয় কেউ তাহলে তাদের জন্য দোয়াও করে যেন সাময়িকভাবে বিদায় নেয়। নিজের ব্যস্ততা এবং কাজের কারণে এক শহর থেকে অন্য শহরে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যখন স্থানান্তরিত হয় এমন মানুষকে মানুষ আদৌ ভুলে না, আর আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তারা ফোনে বা মেসেজে বা বিভিন্নভাবে বার্তা আদান প্রদানের যে মাধ্যম রয়েছে সেই সবের মাধ্যমে বরং আজকাল তো স্কাইপ আরম্ভ হয়েছে, স্কাইপের মাধ্যমে প্রিয়জনের আওয়াজ এবং তাদের গতিবিধিও প্রত্যক্ষ করতে পারে। সুতরাং কোন প্রিয়জনকে আমরা এই জন্য বিদায় দিই না যে, এখন এক বছর বা দু'বছরের জন্য তুমি আমাদের মন থেকে বেরিয়ে যাবে, তোমাকে আমরা ভুলে যাব, ভুলে যাব যে, কে তুমি আর কি ছিলে, পুনরায় যখন দেখা হবে তখন দেখা যাবে যে, তোমাদের অধিকার প্রদান করব কি না, তোমার সাথে কোন ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা যাবে কি না। প্রশ্ন হলো, জাগতিক সম্পর্কের গন্ডিতে এমনটি ঘটতে কেউ দেখেছে কি? কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তাকে সবাই উন্মাদই বলবে। কিন্তু সেই সত্তার যখন প্রশ্ন আসে যিনি সবচেয়ে প্রিয়, যিনি বিশ্বপ্রতিপালক, যিনি আমাদের প্রতিপালনকারী, যিনি সবকিছুর দাতা, যিনি রহমান এবং যিনি রহীম, যিনি পরিশ্রমের ফল দিয়ে থাকেন, যিনি বলেন যে, আমার সত্তার প্রতি ঈমানকে পরম মার্গে পৌঁছাও, যিনি বলেন, আমার সাথে প্রেম এবং ভালোবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করো না, যিনি বলেন যে, আমার কথা মান। কেননা সব প্রিয়জনের চেয়ে বেশি আমি তোমাদের ভালোবাসি এবং আমিই ভালোবাসার যোগ্য পাত্র। যিনি বলেন যে, আমার স্মরণকে সতেজ রাখ। তাকে যদি আমরা বলি, হে আল্লাহ্! তোমার বড়ই মেহেরবানী। তুমি তোমার স্মরণ, তোমার ইবাদত আর রোযার হাতে হাতে গোনা দিনগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের অতিবাহিত করেছ। এখন আমাদের ছুটি আমাদের সব কাজ শেষ। কোন প্রভু আর কোন আল্লাহ্র কথা বলছো? এই জুমুআয় আমরা তোমাকে বিদায় দিচ্ছি। আর এই বিদায়ের মাধ্যমে পুরো এক বছরের জন্য তোমাকে ভুলতে যাচ্ছি। এক বছরের পর আগামী রমযান আসবে তখন পুনরায় ইবাদত এবং নেক কর্মের মাধ্যমে তোমাকে স্মরণ করার চেষ্টা করব। জীবন এবং স্বাস্থ্য যদি সহায় থাকে তাহলে তোমার অধিকার যতটা সম্ভব করার চেষ্টা করব। পুরো রমযানে কোন ইবাদত এবং নেক কর্ম করতে না পারলেও রমযানের শেষের দিকে জুমুআতুল বিদা তো আসবেই। তাতে একত্রিত হয়ে তোমার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করব। তোমার রোবুবিয়্যত বা প্রতিপালন এবং তোমার ইহসান তথা অনুগ্রহরাজির প্রতিদান দিব। কোন ব্যক্তি যদি এমন মন মানসিকতা রাখে এবং এমন মনোভাব ব্যক্ত করে তাহলে মানুষ তাকে পাগলই বলবে। কিন্তু এমন চিন্তা ধারা মানুষ হৃদয়ে লালন করে। মুখে না বললেও কিন্তু কার্যত তা প্রকাশ পায়। পরবর্তী জুমুআর উপস্থিতি দেখেই তা অনুমান করা যায়। যদি পরিস্থিতি এমনই হয় তাহলে একে অজ্ঞতা নাম দেওয়া হবে বা বলা হবে যে, ধর্মের ওপর বিন্দুমাত্র এবং আল্লাহ্র ওপর আদৌ কোন ঈমান নেই।

সুতরাং এটি একজন মু'মিনের চিন্তা ধারা হতে পারে না। মু'মিন এসব ধ্যান ধারণার বহু ঊর্ধ্বে। মু'মিন খোদার নির্দেশিত পুণ্যকে জীবিত রাখে, সে খোদার কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় সমৃদ্ধ থাকে, সে রমযান অতিবাহিত করে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায়। খোদার নির্দেশ শিরোধার্য করে সে যখন রমযানকে বিদায় দেয় তখন বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলে এখন আমরা রমযান অতিক্রম করছি ঠিকই কিন্তু এই দিনগুলোর স্মৃতি সবসময় হৃদয়ে সজাগ থাকুক। রমযানে যে সমস্ত সুন্দর এবং নেক বিষয়াদি শিখেছি সেগুলোর পুনরাবৃত্তি এবং জুগালী করব। রমযানে ইবাদতের

প্রতি যে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে সেটিকে স্থায়ী রূপ দেব। তোমার নৈকট্য লাভের সফরে আমাদের অগ্রযাত্রা কখনো থেমে যাবে না। আমরা তোমার স্নেহ এবং ভালোবাসার আশ্চর্যজনক সব দৃশ্য দেখেছি। আমরা হেঁটে যখন তোমার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি তুমি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমাদের কাছে ছুটে আস। তাই এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আমরা আমাদের জাগতিক আত্মীয়তার স্মৃতিকে জাগ্রত রাখব। কিন্তু যিনি সবচেয়ে বেশি প্রিয়, যিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তাকে ভুলে যাব এবং তাঁর অনুগ্রহরাজিকে ভুলে যাব! খোদার অনুগ্রহ প্রদর্শনের রীতিও বড় অভিনব। এটি কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি এই বিদায়ের পর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য সেগুলোকে বিস্মৃত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রিয় এবং আকর্ষনীয় স্মৃতির পুনরাবৃত্তির জন্য সাত দিন পর সেই অনুষ্ঠানের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যার মধ্য দিয়ে আমরা জুমুআতুল বিদার দিন অতিবাহিত হয়েছি বা হই। নিঃসন্দেহে রমযানের জন্য একটি বছর অপেক্ষা করতে হয় কিন্তু এই প্রতীক্ষা তাঁর স্নেহের বহিঃপ্রকাশ এবং নিয়ামতরাজি থেকে বঞ্চিত রাখে নি। আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক সপ্তম দিন জুমুআ রেখে সেসব কল্যাণরাজিতে সিক্ত করেছেন আমাদেরকে যা জুমুআতুল বিদার দিন আমরা লাভ করেছিলাম। মহানবী (সা.) বলেছেন, জুমুআর দিন এমন এক মুহূর্ত আসে এক মুসলমান যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ে সে যে দোয়াই করে সেই অবস্থায় তা গৃহীত হয় কিন্তু সেই মুহূর্ত খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।

(বুখারী, কিতাবুল জুমা)

এই মুহূর্ত, এই সময় এই ক্ষণ সাধারণ জুমুআর দিনও ততটাই দীর্ঘ যতটা রমযানের শেষ জুমুআয় হয়ে থাকে। অতএব আজকের পর আমরা আল্লাহ্ তা'লার এই নৈকট্যের ক্ষণ এবং মুহূর্ত থেকে পৃথক হচ্ছি না বা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না বরং এই সময় সাত দিন পর আবার আমাদের লাভ হতে যাচ্ছে। এই সকল নেক কর্ম এবং এই সকল মুহূর্ত এবং ক্ষণকে যদি কেউ বিদায় দেয় তাহলে সে মু'মিন নয়। মু'মিন কখনো নেকী বা পুণ্যকে বিদায় দিতে পারে না। মু'মিন আল্লাহ্কে ছেড়ে কখনো দূরে যায় না বা যেতে পারে না। বরং সে সবসময় নেকীকে বা পুণ্যকে জাগরুক রাখার উপরকণ সন্ধান করে, কিভাবে খোদার নৈকট্য লাভ করা যায় সেই রীতি সন্ধান করে। খোদার নৈকট্য লাভের উপায় বা পন্থাও সীমিত নয়। প্রতিটি পুণ্য খোদা পর্যন্ত পৌঁছায়। মানুষকে তাই সে সকল পথ সন্ধানের চেষ্টা করে। শুধু জুমুআই নয় যে জুমুআ আসলে খোদার সাথে সাক্ষাতের উপকরণ সৃষ্টি হবে। বরং মহানবী (সা.) খোদার সাথে স্বল্পতম সময়ে সাক্ষাত এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের রীতি বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, পাঁচ বেলার নামায জুমুআ থেকে জুমুআ রমযান থেকে রমযান এই সবের মাঝে যে সমস্ত পাপ সাধিত হয় তার কাফ্ফারা বা প্রাঃশ্চিত্ত।

(মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ)

সুতরাং খোদার নৈকট্য লাভের জন্য দৈনিক পাঁচ বেলা যোগাযোগের ব্যবস্থা রেখেছেন। অর্থাৎ এই সব নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে যোগাযোগ রাখ, খোদার ক্ষমা থেকে অংশ পাবে, তাঁর করুণা ভাজন হবে। হ্যাঁ শর্ত হল জেনেশুনে ধৃষ্টতার সাথে যদি বড় পাপে লিপ্ত না হও। প্রত্যেক জুমুআয় অংশ গ্রহণ কর। সেই বিশেষ মুহূর্তকে সানন্দে গ্রহণ কর যা দোয়া গৃহিত হওয়ার মুহূর্ত। তাহলে তোমরা পাপ মুক্ত থাকবে এবং পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হবে। রমযানে অর্জিত পরিবর্তনকে সারা বছর ধরে রাখ আর পাপে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে শুধু রমযান মাসই নয় বরং সারা বছর তোমরা খোদার রহমত এবং তাঁর ক্ষমাভাজন হবে আর অগ্নি থেকে মুক্তি লাভ করবে। অতএব আজকে সবার এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, এই জুমুআ, এই রমযান আমাদের নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষনকারী রমযান হবে। জুমুআ আদায়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী হবে। আর যে সমস্ত পুণ্য কর্ম রমযানে আমরা করেছি এবং শিখেছি পরবর্তী রমযান পর্যন্ত সেগুলোকে ধরে রাখার আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

সুতরাং ইবাদত এবং পুণ্যের প্রতি রমযানে আমাদের যে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে তার ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার আমরা অঙ্গীকার করব যেন পরবর্তী রমযানের প্রস্তুতিও পরবর্তী রমযানকে স্বাগত জানানোর জন্য আমাদের অব্যাহত রিহার্সেল এবং প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে। যেন পরবর্তী রমযানে প্রবেশের সময় আমাদের একটি গন্তব্য অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আর সফল হওয়ার জন্য নতুন লক্ষ্য এবং নতুন টার্গেট যেন আমরা নির্ধারণ করি। আর পুণ্যের ক্ষেত্রে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আর খোদার অধিক যেন নিকটতর হই তাঁর সত্তার যেন অধিক জ্ঞান ও বুৎপত্তি আমাদের অর্জন হয়। আমাদের অনেকেই এমন আছে যারা খোদার নৈকট্যের অনেক মাইল ফলক অতিক্রম করেছেন। কিন্তু আমরা এই দাবি করতে পারব না যে, আমরা সকল মাইল ফলক অতিক্রম করেছি। যদি এইসব ফলক অতিক্রমের জন্য যদি আমরা কেবল রমযানেরই অপেক্ষায় থাকি তাহলে সারা জীবন কেটে যাবে আর আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আর গন্তব্য হয়তো আমরা গন্তব্যে হয়তো পৌঁছতে পারব না। সারা জীবন কেটে গেলেও বরং এক বছরের কর্মশূন্যতা আমাদেরকে পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে যেখানে আমরা প্রথম দিন দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই রমযানে আমি যেসব খুতবা দিয়েছি তাতে তাকওয়া, দোয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ নিষেধ মেনে চলার বিষয়ে উল্লেখ ছিল। যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হল ইবাদতের যা আমাদের জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে পারস্পরিক অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং নৈতিক গুণাবলীর ধারক ও বাহক হওয়া। প্রত্যেক খুতবার পর অনেকেরই প্রশ্ন আসতো আমার কাছে যে, আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্বৃতির বরাতে। আমরা এসব বিষয় ভালোভাবে বোঝার তৌফিক পেয়েছি। বোঝার তৌফিক লাভ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এসব কথা লাভজনক হবে তখনই যখন এগুলোকে জীবনের স্থায়ী অংশ করে নেওয়ার চেষ্টা করব।

আমি হাদীসের বরাতে যেভাবে বলেছি যে, প্রতিটি জুমুআরই গুরুত্ব রয়েছে। জুমুআর গুরুত্ব রমযানের জুমুআর সাথেও সম্পর্কযুক্ত নয় আর জুমুআতুল বিদার সাথেও নয় বরং রমযানের গুরুত্ব স্থায়ীভাবে জুমুআ পড়ার মাঝেই নিহিত। আর পাঁচবেলার নামাযের মনোযোগী হওয়ার মাঝেই এর গুরুত্ব নিহিত। রমযান আমাদেরকে এই কথা বলতে এসেছে যে, সমষ্টিগতভাবে যে নামায, পুণ্যকর্ম এবং জুমুআ পড়ার যে আগ্রহ ও সচেতনতা জন্ম নিয়েছে এটিকে মরতে দিবে না আর পরবর্তী রমযান পর্যন্ত এর হেফাজত কর, এর রক্ষাণাবেক্ষণ কর। আমি যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি, তাতেও আল্লাহ্ তা'লা জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হল, 'হে যারা ঈমান এনেছ! জুমুআর দিন দিনের একটি বিশেষ অংশে তোমাদের যখন নামাযের জন্য ডাকা হয় আল্লাহ্র দিকে দ্রুত ধাবিত হও আর ব্যবসা বাণিজ্য পরিত্যাগ কর, এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝতে।

পরবর্তী আয়াত হল 'সুতরাং যখন নামায শেষ হয়ে যায় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর খোদার ফযল অন্বেষণ কর আর অজস্র ধারায় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ কর যেন তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।'

শেষ আয়াত যা সূরা জুমুআরও শেষ আয়াত বটে, তাহলো 'যখন তারা কোন ব্যবসা বাণিজ্য বা আমোদ-প্রমোদ দেখে বা দেখবে তার প্রতি ছুটে যাবে আর তোমাকে একা পরিত্যাগ করবে, তুমি বল যা কিছু আল্লাহ্র কাছে আছে তা আমোদ-প্রমোদ এবং ব্যবসা বাণিজ্যে থেকে অধিক উত্তম, আল্লাহ্ জীবিকাদাতাদের মাঝে সর্বত্তোম।'

সুতরাং এখানে বিশেষ করে জুমুআয় যোগদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। জুমুআর আযানের আওয়াজ যদি শোন বা আজকাল সবাই জানে যে, ঘড়ি আছে, সময় নির্ধারিত থাকে, ঘড়ি দেখ। জুমুআর সময় হলে নিজের সকল কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ কর আর জুমুআর জন্য উপস্থিত হও। এবং মনে রাখা ভাল যে, জুমুআর খুতবাও নামাযেরই অংশ। তাই আলস্য প্রদর্শন কর না যে, নামায শুরু হওয়া পর্যন্ত শেষমেশ পৌঁছেই যাব, নামাযে যোগ দিব বরং খুতবার জন্য পৌঁছার চেষ্টা করা উচিত।

এখানে আমি প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটিও বলতে চাই বরং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ-এর সুযোগ বা নেয়ামত দিয়েছেন। ইউরোপ বা আফ্রিকার কোন কোন দেশে জুমুআর সময় একই। তাই সময় যেহেতু একই তাই খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবা শোনা উচিত। এটি খোদার অনেক বড় অনুগ্রহ আমাদের ওপর যে, তিনি এই সুযোগ এবং এ নেয়ামতের মাধ্যমে জামাতকে ঐক্যবদ্ধ করার আরো একটি ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে সময়ের পার্থক্য আছে

সেখানেও আহমদীদের খুতবা শোনা উচিত, সরাসরি না হলে রেকার্ডিং শোনা উচিত। আর এভাবে খুতবার বিভিন্ন উদ্ধৃতি নিয়ে খুতবা যারা দেয় বা যেখানে মুরব্বী-মুবাল্লেগগণ খুতবা দিয়ে থাকেন তাদের স্ব স্ব জামাতে জুমুআর দিন বা পরবর্তী দিন পরবর্তী দিন নয় বরং পরবর্তী জুমুআর দিন এই খুতবা পড়ে শোনানো উচিত। আর যতই পশ্চিমে যাবেন সেখানে প্রভাত বা ফযরের সময় হয়ে থাকে তারা সেই খুতবা সেই দিনই শোনাতে পারে। প্রাচ্যে দিন শেষ হয়ে যায়, খুতবা সন্ধ্যার সময় হয়ে থাকে বা সন্ধ্যা পার হয়ে যায় তারা পরবর্তী জুমুআর দিন শোনাতে পারে। এটি জামাতের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির একটি অনেক বড় মাধ্যম । বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের জুমুআর সাথে যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে খোদা তা'লা এই আবিষ্কারের মাধ্যমে খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবাকে একটি অংশে পরিণত করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্ট করেছেন যে, যদি তোমাদের কাজ থাকে তাহলে জুমুআর পূর্বে বা পরে করতে পার। জুমুআর সময় বিশেষভাবে কাজ ছেড়ে দিয়ে যদি জুমুআর জন্য আস তাহলে তোমাদের জাগতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও খোদার ফযল এবং কৃপার উত্তরাধিকারী হবে। তাই জাগতিক কার্যকলাপ প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কায় জুমুআয় এ জন্য অংশগ্রহণ না করার নীতি শুধু ভ্রান্তই নয় বরং নিজের জন্য তা ক্ষতিকর। কোন কাজের ফল দেওয়া বা কাজকে ফলবাহী করা এবং তাতে বরকত সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র হাতে। তাই স্মরণ রেখ, যদি খোদার কথা না মান, আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, তাহলে তোমার কাজে কোন বরকত এবং কল্যাণ থাকবে না। যদি কথা মান এবং গ্রহণ তাহলে তোমার কাজ আশীষ মন্ডিত হবে। এরপর আল্লাহ্ বলছেন, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, জাগতিক কার্যকলাপ এবং ক্রীড়া কৌতুক যেন জুমুআর পথে অন্তঃরায় সৃষ্টি না করে, বিশেষ করে এ যুগে আমরা এ বিষয়গুলো দেখি। আমি যে বলেছি যে, এই যুগের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সামঞ্জশ্য রয়েছে। তাই একইভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য এখন আর কেবল স্থানীয়ই নয়। পূর্বে ব্যবসা স্থানীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাণিজ্য দলও যেত বিভিন্ন অঞ্চলে কিন্তু তারা পণ্য দ্রব্য এনে শুধু একটি শহরেই বিক্রি করত কিন্তু এখন ব্যবসা বাণিজ্য স্থানীয় রূপ বর্জন করেছে বরং আন্তর্জাতিক রূপ নেওয়ার কারণে তোমাদের বেশি ব্যস্ত রাখে। অনুরূপভাবে তোমাদের ক্রিড়া কৌতুক জাগতিক ব্যস্ততা আন্তর্জাতিক রূপ নেওয়ার কারণে সময়ের সীমার আর কোন চেতনা থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে তোমাদের বা একজন মু'মিনের অবশ্যই জুমুআর গুরুত্বের বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত, কেননা একজন মু'মিনের কাছে সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয় হল খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এটি এক মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

মহানবী (সা.)-এর সাহবীরা তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে একশত ভাগ পবিত্র ছিলেন, খোদার সন্তুষ্টি তাঁদের কাছে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিল। তাই তাঁদের ক্ষেত্রে তো ভাবাই যেতে পারে না যে, তারা ব্যবসা বাণিজ্য বা ক্রীড়া কৌতুক, আমোদ প্রমোদের জন্য তাঁরা জুমুআ পরিত্যাগ করে থাকবেন। আর স্থানীয় ভাবে তো জুমুআর দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য কার্যক্রমকে গুছিয়ে নেওয়াও সম্ভব হত। অবশ্যই এটি আমাদের যুগের চিত্র, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের চিত্রকে অংকন করা হয়েছে। যখন ধর্মকে অগ্রগণ্য করার বিষয়টিই হবে গৌণ আর জাগতিক কার্যকলাপ হবে মূখ্য। ২৪ ঘন্টা ব্যবসা বাণিজ্য এবং ক্রীড়া কৌতুকে মানুষ ব্যস্ত থাকবে, দূরত্ব কমে যাবে, প্রচার মাধ্যমের সুবাদে ঘরে বসেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের আমোদ-প্রমোদ এবং ক্রীড়া কৌতুকের বিষয়াদি ঘরে বসেই নাগালের ভিতর থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন সময় যদি তোমরা তোমাদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি সঠিক রাখ তাহলে স্মরণ রেখ যে, তোমরা খোদার অনুগ্রহভাজন হবে, খোদার কৃপাভাজন হবে। নিশ্চয় খোদার কাছে যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উপকরণ থেকে সমধিক উত্তম এবং আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রকার রিয্‌কও দান করেন। তাঁর পক্ষ থেকেই সকল প্রকার রিয্‌ক এসে থাকে, তিনি রাজেক বা জীবন জীবিকার উত্তম ব্যবস্থাকারী। সুতরাং তাঁর কথা শিরোধার্য করে যদি জুমুআর হেফাজত কর, জুমুআর রক্ষণাবেক্ষণ কর তাহলে জাগতিক জীবন জীবিকার ক্ষেত্রেও বরকতের অংশীদার হবে।

তাই জুমুআর এই গুরুত্ব আমাদেরকে সামনে রাখতে হবে। আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ-এর মান্যকারী, কোন অর্থেই জুমুআ পড়াকে শুধু রমযান পর্যন্ত বা জুমুআতুল বিদা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা আমাদের জন্য শোভা দেয় না।

জুমুআর গুরুত্ব আরো স্পষ্ট করার জন্য আরো কয়েকটি হাদীস আমি উপস্থাপন করছি।

রসূলে করীম (সা.) জুমুআর গুরুত্ব এবং এর কল্যাণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন যে, জুমুআর দিন মসজিদের সব দরজায় ফেরেশতা দাঁড়িয়ে যায়, তারা মসজিদে প্রথমে প্রবেশকারীর নাম প্রথমে লিখে আর এভাবে ক্রমাগতভাবে আগমনকারীদের তালিকা প্রস্তুত করতে থাকে। ইমাম যখন খুতবা দিয়ে বসে যান তখন ফেরেশতা রেজিষ্টার বা খাতা বন্ধ করে দেয়।

(সহী বুখারী, বাদউল খালক)

অতএব যারা জাগতিক কার্যকলাপের অজুহাতে শেষের দিকে আসে এই তালিকায় তারা শেষের দিকে স্থান পায়। আর যারা শেষের দিকে আসে তারা জন্য খুব কমই পুণ্য লাভ করে। হাদীসে আছে শেষে যারা আসে তারা মুরগীর ডিমের সমান পুণ্য লাভ করে আর প্রথমে যারা আসে তারা উটের সমান পুণ্যের ভাগী হয়। (সহী বুখারী, কিতাবুল জুমা)

এসব দৃষ্টান্ত এ কথা স্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে যে, তোমরা যখন মসজিদে এসে বস আর কিছুক্ষণ সময় সেখানে কাটাও, এটি মনে কর না যে, সময় নষ্ট হল বরং এই রীতি এমন ব্যক্তিকে পুণ্যের ভাগী করে। যারা প্রথমে আসে তারা পশ্চাদবর্তীদের তুলনায় বিশিষ্টতা অর্জন করছে। প্রথমে যারা মসজিদে আসে তারা মসজিদে বসে আল্লাহ্‌র স্মরণে রত থাকে, অবশ্যই এটি খোদার নৈকট্যের কারণ হয়ে থাকে। এর গুরুত্ব মহানবী (সা.) একবার এভাবে স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষ কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে জুমুআয় আসার দৃষ্টিকোণের মর্যাদানুসারে উপবিষ্ট থাকবে, অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ। বর্ণনাকারী এটিও বলেছেন যে, চতুর্থ ব্যক্তিও খোদার সন্নিধানে বসার দৃষ্টিকোণ থেকে খুব দূরে থাকবে না। (সুনান ইবনে মাজা)

আরেকবার মহানবী (সা.) বলেছেন যে, জুমুআর নামাযে এসো, ইমামের কাছে বস। এক ব্যক্তি জুমুআয় পিছিয়ে থাকতে থাকতে জান্নাত থেকে পিছিয়ে যায়, অথচ সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। (মাসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল)

সুতরাং এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, নামাযে জুমুআর অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। সেই জুমুআ রমযানে আসুক বা সেটি রমযানের শেষ জুমুআ হোক বা বছরের সাধারণ সময়ের জুমুআই হোক না কেন। জান্নাত থেকে পিছিয়ে থাকার অর্থ হল নিজের আলোস্য এবং জুমুআকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে অন্যান্য গুণাবলী থাকা সত্তেও নিজেকে জান্নাত থেকে মানুষ বঞ্চিত করে বা খোদা থেকে বহু দূরে নিজেকে ঠেলে দেয়। জুমুআর গুরুত্ব না থাকার কারণে জুমুআ ছেড়ে দেওয়া আরম্ভ করে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) এক জায়গায় এভাবে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি একের পর এক তিনটি জুমুআ কোন কারণ ছাড়া ত্যাগ করে খোদা তা'লা তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। (মাসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল)

অতএব যারা জুমুআয় অংশগ্রহণকে হালকা দৃষ্টিতে দেখে থাকে তাদের জন্য গভীর সতর্ক বাণী রয়েছে। হৃদয়ে মোহর মেরে দেওয়ার অর্থই হল তারা এরপর পুণ্যের কোন তৌফিক পায় না আর খোদার স্নেহভাজনও হয় না। সুতরাং প্রতিটি হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রতিটি জুমুআই গুরুত্বপূর্ণ আর আমাদের পুরো সচেতনতার সাথে চেষ্টা করে জুমুআয় অংশগ্রহণ করা উচিত কিন্তু কিছু মানুষ এমন আছে যারা নিরুপায়। জুমআয় আসতে পারে না। অনেককে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং ছাড় দিয়েছেন। আল্লহ্ তা'লা অবিবেচক নন। এমন মানুষ যারা ব্যতিক্রম, জুমুআয় আসার ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, কৃতদাস, নারী, শিশু এবং রুগ্নরা সকলেই এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা জুমুআয় আসতে পারে না বা পারবে না তাদের জন্য জুমুআয় না আসার ছাড় বা ব্যতিক্রম রয়েছে। এখানে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল, কোন কোন মহিলা জিজ্ঞেস করেন পত্র লিখেন বরং অনেকেই অভিযোগ-অনুযোগ করেন যে, অনেক সময় ব্যবস্থাপকরা আমাদেরকে বলেন যে, জুমুআয় শিশুদের হৈচৈ, হট্টোগোল হয়ে থাকে তাই যাদের শিশু আছে তারা যেন

জুমুআয় না আসে। এসব নারী এবং শিশুদের স্বয়ং রসূলে করীম (সা.) ব্যতিক্রম আখ্যায়িত করেছেন। তাই যেখানে শিশুদের পৃথক বসানোর ব্যবস্থা নেই এমন মায়েদের আসা উচিত নয়, এমনিতেই জুমুআ নারীদের জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু পুরুষের জন্য জুমুআ আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও একবার মহিলাদের জুমুআ পড়া সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, যা সুন্নত এবং হাদীস থেকে প্রমাণিত সে বিষয় সম্পর্কে এর বেশি তফসীর আমরা এর কি করতে পারি? রসূলে করীম (সা.) নারীদেরকে যেখানে ব্যতিক্রম আখ্যায়ীত করেছেন সেখানে নির্দেশ কেবল পুরুষদের জন্যই, অর্থাৎ জুমুআর নির্দেশ পুরুষদের জন্যই। (আল-বদর, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩)

পুরুষদের জন্য জুমুআ আবশ্যক যদি তারা অসুস্থ না হয়, যদি কোন বৈধ বাধ্যবাধকতা না থাকে তাহলে জুমুআয় অবশ্যই আসতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে বা এই গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে তিনি ১৮৯৫-৯৬ সনে ভারতে জুমুআ পড়ার জন্য দুই ঘন্টা ছুটির উদ্দেশ্য সরকারী অফিসে স্মারক পত্র প্রেরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। মুসলমানদের কাছ থেকে দস্তখত নেওয়া আরম্ভ করেন। তখন মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, এই কাজ ভাল। সন্দেহ নেই। কিন্তু মির্যা সাহেবের এই কাজ করা উচিত নয়, আমরা নিজেরাই এই কাজ করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, যশ এবং খ্যাতির জন্য আমরা লালায়িত নই। আপনারা নিজেই করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরপর সেই কাজ থেকে সরে আসেন কিন্তু মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব এবং অন্য কোন মুসলমানও এরপর এ বিষয়ে আর কোন কাজের তৌফিক পায় নি এবং এই কাজ আর হয়ে ওঠেনি। যাই হোক একবার ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটা স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন, যাতে তার বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ করে আর মুসলমানদের অধিকার প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, লাহোরের শাহী মসজিদ মুসলমানদের হাতে তিনি প্রত্যার্পণ করেছেন। অনুরূপভাবে আরো একটি মসজিদ যা রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল তা উদ্ধার করে মুসলমানদেরকে দিয়েছেন আর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। এই স্মারকলিপীতে তিনি আরো লিখেন যে, মুসলমানদের একটি বাসনা এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। আশা রাখি যার হাতে এই লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ মসজিদ ফিরে পেয়েছি সেই বাসনাও তার মাধ্যমেই পূর্ণ হবে আর সেই বাসনা হল জুমুআর দিন। জুমুআর দিনটি একটি মহান ইসলামিক অনুষ্ঠান। কুরআনে করীম বিশেষভাবে এটিকে ছুটির দিন আখ্যা দিয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে একটি বিশেষ সূরা রয়েছে এর নাম হল সূরা জুমুআ। এতে নির্দেশ রয়েছে যখন জুমুআর দিন আযান ধ্বনিত হয়,যাবতীয় জাগতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে মসজিদে সমবেত হও আর যাবতীয় শর্তসহকারে জুমুআর নামায পড়। যে ব্যক্তি এমনটি করবে না সে অনেক বড় পাপী আর তার ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার দোর গোড়ায় উপনীত হয়। জুমুআর নামায এবং খুতবা শোনার বিষয়ে কুরআনে যতটা তাকিদ রয়েছে ততটা ঈদের নামাযের সম্পর্কেও তাকিদ করা হয় নি। এই কারণে শুরু থেকেই অর্থাৎ যখন থেকে ইসলামের অভূদ্যয় ঘটেছে মুসলমানদের জুমুআর দিন ছুটি হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। আর এদেশেও প্রায় আটশত বছর যাবৎ- যতদিন এদেশে ইসলামের রাজত্ব ছিল জুমুআর দিন ছুটি দেওয়া হত। (এটি একটি দীর্ঘ স্মারকলিপী, তিনি এতে বলেন,) এদেশে তিন জাতির বসবাস, হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং মুসলমান। হিন্দু এবং খ্রিষ্টানদেরকে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দিন সরকার ছুটি ঘোষিত রয়েছে। অর্থাৎ রবিবার, যেদিন তারা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে সচরাচর এই দিন ছুটি হয়ে থাকে কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ মুসলমান তাদের ধর্মীয় উৎসব অর্থাৎ জুমুআর দিনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত। তিনি আরো বলেন যে, এই সরকার মুসলমানদের ওপর যেসব অনুগ্রহ করেছে সেই তালিকায় যদি এই অনুগ্রহটিও অন্তর্ভুক্ত হয় অর্থাৎ যদি গণ ছুটি দেওয়া হয় তাহলে এটি স্বর্ণালী অক্ষরে লেখার যোগ্য হবে।"

মুসলমানদের জন্য এবং ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ আর ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এটি ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ব্যকুলতা। তিনি আরও লিখেন "সরকার যদি এই বরকতময় দিনে মুসলমানদের ছুটি প্রদান করে বা যদি সম্ভব না হয় অর্ধ দিবস ছুটি দেয় তাহলে আমি মনে করি সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য এরচেয়ে বড় কোন কাজ হতে পারে। " (আল-হাকাম, ২৪ জানুয়ারী, ১৯০৩)

আজকে নামধারী আলেম বা মুসলমানরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ অথচ মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারের প্রতি যদি কেউ ইংরেজদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে তাহলে তা মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছেন। অন্য কোন মুসলমান নেতা সেই তৌফিক পায়নি। এটি তাঁরই কাজ ছিল কেননা এ যুগ যাতে পৃথিবীর সামনে ইসলামের গুরুত্ব স্পষ্ট করা এবং এর প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করানোর কাজ এবং দায়িত্ব তাঁরই ওপর ন্যাস্ত ছিল। তাঁর ওপরই খোদা এই দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন।

সুতরাং আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার দাবি করি আমাদের প্রতিটি কথা এবং কর্মে ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠা উচিত। আমাদের অঙ্গিকার করা উচিত যে, এই রমযান যে সব বরকতরাজি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং যে কল্যাণরাজী রেখে যাচ্ছে সেটিকে আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে এবং অঙ্গে পরিণত করতে হবে, ইনশাআল্লাহ। শুধু একমাসের জন্য ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক চিত্র হলে আমাদের চলবে না বরং যুগ ইমামের সাথে কৃত অঙ্গিকারকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করে যেতে হবে।

এটি মসীহ্ মওউদের যুগ। আর জুমুআর প্রেক্ষাপটে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আর আমাদের দায়িত্ব কি এইসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা বলেছেন এ সংক্রান্ত দু'একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

এক জায়গায় তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যে নেয়ামতকে পূর্ণতা দিয়েছেন সেই নেয়ামত হল এই ধর্ম যার নাম তিনি ইসলাম রেখেছেন আর জুমুআর দিনও নেয়ামতের অন্তর্গত। যে দিন নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি এদিকে ইঙ্গিত করে যে, নেয়ামতের পূর্ণতার কথা যে, রয়েছে অর্থাৎ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ (সূরা আস্-সাফ: ১০) রূপে যে নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করবে সেটি এক অসাধারণ জুমুআ হবে আর এই জুমুআ এখন এসে গেছে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা সেই জুমুআ মসীহ্ মওউদের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন। মসীহ্ মওউদেরই সেটি বিশেষত্ব।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৩)

তিনি এ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবার বলছেন যে,

"এটি একটি উৎসব যা আল্লাহ্ তা'লা সৌভাগ্যবানদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। ধন্য তারাই যারা এর থেকে লাভবান হয়। তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছ আদৌ গর্ব কর না যে, তোমাদের যা পাওয়ার ছিল তা তোমরা পেয়ে গেছ। এটি সত্য কথা যে, তোমরা সেই সকল অস্বীকারকারীদের তুলনায় সৌভাগ্যবান যারা কঠোর প্রত্যাখ্যান এবং অবমাননার মাধ্যমে খোদাকে অসন্তুষ্ট করেছে। আর এটি সত্য যে তোমরা সু-ধারণা পোষণ করে আল্লাহ্‌র ক্রোধ থেকে নিজেদের রক্ষা করার বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছ। কিন্তু সত্য কথা হল তোমরা এই প্রস্রবণের কাছে পৌঁছে গেছ যা আল্লাহ্ তা'লা এখন চিরস্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, এখনও পানি পান করা বাকী আছে, সুতরাং খোদার ফজল এবং বদান্যতায় সেই তৌফিক চাও যেন তিনি তোমাদের পরিতৃপ্ত করেন। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, যে এই প্রস্রবণ থেকে পান করবে সে ধ্বংস হবে না, কেননা এই পানি জীবনদায়ী আর ধ্বংস থেকে রক্ষা করে, শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এটি থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় কী, উপায় হল আল্লাহ্ তা'লা যে দু'টো দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যাস্ত করেছেন সেগুলো পুরোপুরি পালন কর। একটি হল খোদার প্রাপ্য প্রদান অপরটি হল সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৮৪)

সুতরাং আসুন আজ আমাদের সকলেই এই অঙ্গিকার করি যে, আমরা আমাদের বয়আতের যে অঙ্গিকার রয়েছে তা রক্ষা করব। আর খোদা ও তাঁর সৃষ্টির প্রাপ্য সেভাবে প্রদানের চেষ্টা করব, যেভাবে এক মু'মিনের কাছে প্রত্যাশা রাখা হয় আর যেভাবে খোদা নির্দেশ দিয়েছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যার কথা উল্লেখ করেছেন। রমযানের কল্যাণরাজিকে আমরা স্থায়ীভাবে আমাদের জীবনের অংশ করে নিব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 4 th August, 2016 Issue No. 22

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

ছয়ের পাতার পর.....

ইলাইহে রাজেউন। করাচির এই হালকা অর্থাৎ গুলজার হিজরীতেই গত মাসে অর্থাৎ মে মাসের ২৫ তারিখে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি গুলি করে জনাব দাউদ আহমদ সাহেবকেও শহীদ করে।

শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াতের সূত্রপাত হয় তাঁর দাদা অমৃতসরের আল্লাবক্স সাহেবের মাধ্যমে। তাঁর পরিবার অমৃতসর থেকে গোখোয়াল এবং রহিম ইয়ার খানে এসে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে তারা সাংঘড় জেলার শেহদাদপুরে স্থানান্তরীত হন। মরহুম ১৯৬৭ সনে সাংঘড় জেলার শেহদাদপুরের নিকটবর্তী আহমদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর ১৯৮৮ সনে করাচী স্থানান্তরিত হন। এখানে মেডিকেল ডিপ্লোমা করেন। একটি প্রাইভেট ল্যাবরেটরীতে রেডিও গ্রাফিক টেকনেশিয়ান হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন, একই সাথেসন্ধ্যায় নিজের ক্লিনিকে মেডিকেল প্র্যাকটিসও আরম্ভ করেন। পরে ল্যাবরেটরির চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে মেডিকেল ক্লিনিকের কাজ আরম্ভ করেন এবং তাতে বসা আরম্ভ করেন। শহীদ মরহুম বহুগুণাবলীর আধার ছিলেন। তবলীগের প্রতি গভীর একাগ্রতা ছিল। ক্লিনিকে অ-আহমদীদের তবলীগের কাজে রত থাকতেন। শহীদ মরহুম বা-জামাত নামাযে অভ্যস্ত, অপরের প্রতি সহমর্মী মানুষ ছিলেন। নফল ইবাদতে অভ্যস্ত ছিলেন। অভাবীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন। অন্য অ-আহমদী রোগীরা বলত, আপনি কাদিয়ানী তাই আপনার কাছ থেকে ঔষধ নিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু কি করব আপনার মাধ্যমেই সন্তানদের আরোগ্য লাভ হয়। তিনি মুসী ছিলেন, জামাতী কাজে অগ্রগামী থাকতেন, নিজের হালকায় মোহাসেল এবং আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম হিসেবে খিদমতের তৌফিক পেয়েছেন। গত ১৮ বছর ধরে হালকার সেক্রেটারী ওয়াকফে নও হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তাঁর স্ত্রী বলেন এবং সন্তান-সন্ততিরাও লিখেছে যে, স্বল্প বয়সেই তাদেরকে নামাজে অভ্যস্ত করেছেন, আর নিজেও পাঁচ বেলার নামায যথা সময় পৃথক পৃথকভাবে পড়তেন। রীতিমত অনুবাদের সাথে কুরআন পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। রীতিমত খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবা শুনতেন। সন্তানদেরও সব সময় খুৎবা শোনাতেন বরং সকাল সন্ধ্যা এমটিএ চালু রাখতেন। ঘরে যদি তরবীয়ত করতে হয় তাহলে এম.টি.এ-ই তরবীয়তের সর্বত্তোম মাধ্যম। পাড়ার লোকদের কাজে আসতেন, তাদের পাশে দাঁড়াতেন।

শহীদ মরহুমের স্ত্রী বলেন যে, প্রায় একমাস পূর্বে আমি স্বপ্নে শরবত পূর্ণ দু'টি গ্লাস স্বপ্নে দেখি। আমি প্রশ্ন করি যে, কিসের শরবত? বিশেষ কোন শরবত মনে হচ্ছে। তখন স্বপ্নে আমাকে জানানো হয় যে, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল বস্তু থেকে প্রস্তুতকৃত শরবত। শহীদ মরহুমের শাহাদতের পর বুঝতে পেরেছি এই স্বপ্নের অর্থ কী। এছাড়া পূর্বে জনাব দাউদ আহমদ শহীদ সাহেবও পাশের গলীতেই বসবাস করতেন, কয়েক দিন পূর্বেই শাহাদত বরণ করেছেন। দু'টো গ্লাস বলতে হয়তো এই দু'টো শাহাদাতকেই বুঝায়।

মরহুম ভাই বোন ছাড়াও স্ত্রী বুশরা খালিক সাহেবা, দুই ছেলে, একজন অনিক আহমদ যিনি জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র, রাবওয়ায় অধ্যায়নরত রয়েছেন, এবং এক পুত্র রহিক আহমদ, যিনি বিটিএস এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, এছাড়া ১৬ বছরের এক কন্যা সামায়েলা আহমদকে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং মনোবল দিন, আর পিতার পুণ্য যেন সব সময় তার সন্তান-সন্ততির মাঝে বিরাজমান থাকে। (আমীন)

নুরুল ইসলামের সময়
প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত (শুক্রবার ছুটির দিন)
যোগাযোগ : 1800 3010 2131
এই টোল ফ্রী নাম্বারে ফোন করে আপনি জামাত আহ্‌মদীয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন

একের পাতার পর.....

খোদার পক্ষ থেকে আগত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে দারিদ্রতার পরিধান পরিহিত থাকে। মানুষ তাকে অবহেলা এবং উপহাসের দৃষ্টিতে দেখে। তাকে নিয়ে উপহাস করে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা বলেন - يٰحَسۡرَةً عَلَى الۡعِبَادِ مَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ (ইয়াসীন: ৩১)। আল্লাহ তালা সত্যবাদী, তিনি মিথ্যা বলেন না। তিনি বলেন, আদম থেকে শেষ পর্যন্ত যত সংখ্যক নবী আগমণ করেছেন, তাদের সকলের সঙ্গেই ঠাট্টা -বিদ্রুপ করা হয়েছে। কিন্তু সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর মানুষ তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর (রহ.) উপরও প্রায় দুই শত উলেমার পক্ষ থেকে কুফরের ফতোয়া লাগানো হয়েছিল। ইবনে জুযি,যিনি সেই যুগের মুহাদ্দিস ছিলেন, তিনি একটি পুস্তক প্রণয়ণ করেছিলেন। পুস্তকটির নাম ছিল 'তালবীস ইবলিস'। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কটু ও অশোভনীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর দুই শত বছর পর তাঁকে কিরূপ কামেল, পবিত্র ও সত্যবাদী মানুষ হিসেবে গণ্য করা হল এবং কিরূপ খ্যাতি অর্জন করল তা জগতবাসীর কাছে অজানা নয়। এটি কেবল তাঁরই ক্ষেত্রে নয় বরং সমস্ত ওলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মোট কথা এই পরম্পরায় আমাকেও সমগ্র পাঞ্জাব এবং ভারতের উলেমাকুল কাফের, দাজ্জালও, নৈরাজ্যবাদী এবং ব্যাভিচারীর নামে অভিহিত করল। তাদের বক্তব্য, নাউযুবিল্লাহ্ আমি নবীগণকে গালি দিয়ে থাকি। অথচ আমি সমস্ত নবীগণকে সম্মান করি এবং তাদের মাহত্ম ও সত্যতা প্রকাশ করতে আমি আবির্ভূত হয়েছি। নিশ্চিত ভাবে জেনে রেখ! যদি আমি খোদার পক্ষ থেকে না হই এবং মিথ্যাবাদী হই সমস্ত নবীদের মধ্যে থেকে কারোর নবুয়ত কেউ কখনো প্রমাণ করতে পারবে না। যদি হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে উল্লেখ করা গালি দেওয়া হয়ে থাকে তবে সর্ব প্রথম যিনি হযরত ঈসা (আ.)-কে গালি দিয়েছেন তিনি হলেন খোদা তা'লা।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৭৩-৫৭৪)

আমাদের জামাত অপরের পিছনে নামায পড়ে না

আমাদের জামাত অপরের পিছনে নামায না পড়ার সম্বন্ধে অলোচনা ছিল। তিনি বলেন, "ধৈর্য ধারণ কর ও আমাদের জামাত অপরের পিছনে নামায পড় না। উন্নতি ও পুণ্য এরই মধ্যে নিহিত। আর এরই মধ্যে তোমার সাহায্য ও বিরাট বিজয় আছে। এটাই এই জামাতের উন্নতির কারণ। দেখ! পৃথিবীতে ক্রুদ্ধ হয়ে একে অপরের সাথে অন্তষ্টকারীরা নিজ শত্রুদের প্রতি চারদিন উদ্ধত হয় না। তোমাদের অসন্তুষ্টি ও ঠাট্টা-তামাশা তো খোদার জন্য। যদি তোমরা মিলে-মিশে থাক, তাহলে খোদাতা'লার যে বিশেষ দৃষ্টি তোমাদের উপর আছে, সেটা থাকবে না। পবিত্র জামাত যা পৃথক হয়, ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করে।

(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, ৩৪৭পৃষ্ঠা, সংস্করণ ইংরাজী ১৯৮৫, ইংল্যাণ্ডে মুদ্রিত)

কেউ প্রশ্ন করল, যারা আপনার 'মুরিদ'(শিষ্য) নন, তাদের পিছনে নামায পড়া আপনি কেন নিষেধ করেছেন? হযরত (আঃ) বলেন,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الۡمُتَّقِيۡنَ **(সূরা মায়েদা, আয়াত : ২৮)। খোদা কেবল ধর্মপরায়ণ লোকেদের নামায কবুল করেন। এইজন্য বলা হয়েছে, এমন লোকদের পিছনে নামায পড় না, যাদের নামায স্বয়ং কবুলিয়তের পদমর্যাদায় পৌঁছাইবে না।"**

(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, সংস্করণ ইংরাজী ১৯৮৫, ইংল্যাণ্ডে মুদ্রিত)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir